ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-99 ■ 14 January, 2025 ■ আগরতলা ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৯ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১০১২৬

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। মারণব্যাধি এইডসের প্রকোপ বৃদ্ধি গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, শিরাপথে মাদক সেবন ওই রোগ ছড়ানোর অন্যতম কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যে সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ত্রিপুরায় এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ২০২৩ সাল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ১০১২৬। শুধু তাই নয়, ওই মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্যে বাড়তে থাকা মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র আইন প্রয়োগের বিষয় নয়, এটি সমাজের দায়িত্ব। সরকার একাধিক বিভাগ এবং সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং বিস্তার রোধে কাজ করছে।"

আজ বিধানসভায় বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এবং নয়ন সরকার সরকারের নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে সরকারের পদক্ষেপ শীর্ষক দৃষ্টি অকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখমন্ত্রী বলেন, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত তিন বছরে মোট ১,৬৩৬টি এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত এবং ২,৬৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব মামলায় গাঁজা, হেরোইন, কফ সিরাপ এবং ট্যাবলেটের মতো বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

তাঁর দাবি, ২০২৪ সালে ত্রিপুরা পুলিশ ২,৩৯,০৬৭ কেজি গাঁজা, ১,৮০,৭৯৪ বোতল কফ সিরাপ এবং ১১,১৪৪ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্ত মাদকের বাজারমূল্য বিশাল হলেও মুখ্যমন্ত্রী মাদকাসক্তি নির্মূলে বহুমুখী প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে আইন প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুনর্বাসন।

ডা. সাহা বলেন, "মাদক সমস্যার সমাধানে সমাজকল্যাণ, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা এবং ক্রীড়া বিভাগ সহ নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরোর মতো সংস্থাগুলি একটি সংগঠিত পরিকল্পনার অধীনে কাজ করছে।"

যুবসমাজকে গঠনমূলক কার্যক্রমে যুক্ত করতে এবং মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে সরকার 'খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা'-র মতো ক্যাম্পেইন শুরু করেছে।

তাঁর দাবি, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে সরকার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে অপিওইড সাবস্টিটিউশন থেরাপি (ঞ্জষ্ট) সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং জেলা হাসপাতালে ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ক্লিনিক (ঙ্কঙ্খ)-এর পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রতিটি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আধুনিক মনোরোগ এবং ডি-অ্যাডিকশন পরিষেবা পেতে পারেন।"

তাঁর কথায়, সরকার তার আইন প্রয়োগ এবং পুনর্বাসন উদ্যোগকে আরও জোরদার করতে চাইছে। ডা. সাহা বলেন, "এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লড়াই। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সামাজিক সংগঠন এবং সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি মাদকমুক্ত রাজ্য গড়ে তুলতে পারব।" তাই ত্রিপুরা সরকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান, সোনমার্গ ট্যানেলের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে অত্যন্ত প্রত্যাশিত সোনমার্গ টানেলের (জেড মোরহ টানেল) উদ্বোধন করেছেন। শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েতে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার গাগেনগার এলাকার কাছে নির্মিত ৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অত্যাবশ্যক জেড মোরহ টানেলটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উদ্বোধনের পর টানেল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি টানেল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, জিতেন্দ্র সিং প্রমুখ।। উল্লেখ্য, ৬.৫ কিলোমিটার জেড মোরহ টানেলের কাজ একটি কৌশলগত প্রকল্পের অংশ এবং কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখ অঞ্চলের মধ্যে সারা বছর যোগাযোগ নিশ্চিত করার প্রথম পদক্ষেপ।

এদিকে, সোনমার্গ টানেল শীতকালে সোনমার্গের যোগাযোগ নিশ্চিত করবে। এই টানেল সোনমার্গ এবং এই অঞ্চলের পর্যটনকে নতুন করে উৎসাহ যোগাবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, শীঘ্রই জম্মু ও কাশ্মীরে অনেক সড়ক ও রেল যোগাযোগ সম্পন্ন হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার সোনমার্গ টানেলের শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আপনারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারেন, মোদী আপনাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা পূরণও করে। প্রতিটি কাজের জন্য একটি সময় আছে এবং সঠিক কাজ সঠিক সময়ে ঘটতে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই মরসুম সোনামার্গের মতো পর্যটন স্থানগুলির জন্যও নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা এখানে আসছেন।

কাশ্মীরের উপত্যকায় এসে তাঁরা আপনাদের আতিথেয়তা উপভোগ করছে।' মোদী বলেছেন, 'আজ আমি আপনাদের মাঝে সেবক হিসেবে বড় উপহার নিয়ে এসেছি। কিছুদিন আগে জম্মুতে রেল বিভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সুযোগ আমার হয়েছিল। এটা আপনাদের অনেক পুরনো দাবি ছিল। এখন সোনমার্গ টানেল দেশকে উৎসর্গ করার সুযোগ হয়েছে আমার। তার মানে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের আরেকটি বহু পুরনো দাবি পূরণ হল।'

২৪ দিন পর নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। নিখোঁজ হবার চব্বিশ দিন পর নাবালিকাকে উদ্ধার করে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ তাকে কৈলাসহর আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

এব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি পম্পি নাথ বলেন, গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর কৈলাসহর মহিলা থানার অন্তর্গত পাইতুরবাজার এলাকার এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। ২০ ডিসেম্বর নাবালিকার বাবা কৈলাসহর মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশ্বাস করেনা ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। সিপিআইএম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিজেপি দল ধর্মীয় রীতিনীতি বিশ্বাস করে। সোমবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা চাকমাঘাটস্থিত খোয়াই নদীর ব্যারেজ প্রাঙ্গণে দুদিন ব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধনে এই কথা বলেন বিপ্লব কুমার দেব।

গোটা রাজ্যে যখন উগ্রবাদী সমস্যা ছিল সেই সময় জাতি-উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে তেলিয়ামুড়া মহকুমা চাকমাঘাটস্থিত খোয়াই নদীর ব্যারেজ প্রাঙ্গণে দুদিন ব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলা আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে আজকের দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূর্ণার্থীদের সমাগমে দুইদিন ব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সোমবার সন্ধ্যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সংসদ বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরে উদ্বোধন করেন। বিপ্লব কুমার দেব ছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি,জেলা শাসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চারটি ভিসিকে বেলবাড়ি ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। পুরাতন আগরতলার ৪ টি ভিলেজ কমিটিকে বেলবাড়ি ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আগরতলা সার্কিট হাউসের সামনে জড়ো হয়ে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ৫-খয়েরপুর অঞ্চল কমিটি।।

প্রসঙ্গত, পুরাতন আগরতলার বর্ধমান ঠাকুর পাড়া, ধুপছড়া, পশ্চিম রাধামোহনপুর এবং রাধামোহনপুর ভিলেজের কমিটিকে বেলবাড়ি আরডি ব্লকের আওতাধীন করা জন্য দাবি উঠেছে। আজ সার্কিট হাউসের সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৮ জেলায় ৩৬১৬টি সোলার পাম্প বসানো হয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। সোলার পাম্প স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। চাষাবাদে প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থায় ওই প্রকল্প দারুন প্রভাব ফেলেছে। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা সরকার ওই প্রকল্পে কৃষকদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য নজির স্থাপন করেছে। আজ বিধানসভায় তেলিয়ামুড়ার বিধায়ক তথা সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ের দৃষ্টি অকর্ষণী নোটিশের জবাবে ত্রিপুরার কৃষকদের সহায়তায় রাজ্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে এই তথ্য দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার পি. এম. কুসুম স্কিমে ভর্তুকিতে সৌর শক্তি চালিত সোলার পাম্প স্থাপন করে নিশ্চিত সেচের ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে জলের ব্যবহার করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে তাদের দ্বিগুন ফসল ও দ্বিগুন আয়ের জন্য অগ্রনী পদক্ষেপ নিয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, বিভিন্ন অঞ্চলে পাম্প বসানোর কাজ কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। এই ক্ষেত্রে অ্যাসপোইরেশন ও এডিসি ব্লকগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান দুর্ঘটনায় নিহত এক যুবক আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত নেতাজিনগর মোটরস্ট্যান্ড এলাকাতে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এবং অপর যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে রাজধানীর জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দ্রুতগতিতে বাইক সহ নেতাজিনগর এলাকার ধ্রুব নম দাস এবং ধ্রুব দেবনাথ মোটর স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাক গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়ে। পরবর্তী সময়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত এবং রক্তাক্ত দুই যুবককে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সাথে সাথে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে, জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ধ্রুব নম দাস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অপর আহত যুবক ধ্রুব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার টুকিটাকি

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৮০০০ শূণ্যপদ পূরণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।।রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্র দফতরের বিভিন্ন পদে ৮,০০০-এর অধিক শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে। সোমবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে এই তথ্য জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। তিনি জানান, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে বর্তমানে মোট ৭,৩২৩টি পদ শূন্য রয়েছে। যার মধ্যে ২,১২৫টি কনস্টেবল পদ রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শূন্য পদগুলি পূরণ করা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তবে এরমধ্যে রাজ্য সরকার কনস্টেবল সহ অন্যান্য শূন্য পদগুলি পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি) এর মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সাব-ইন্সপেক্টর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বেকারে সংখ্যা ৩,১৫,১০৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।।রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা ৩,১৫,১০৪ জন। আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার দ্বিতীয় দিনে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং সিপিএম বিধায়ক নয়ন সরকারের তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই তথ্য দিয়েছেন কর্মসংস্থান পরিষেবা এবং জনশক্তি পরিকল্পনা মন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন তিনি বিধানসভায় তথ্য দিয়েছেন, রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা ৩,১৫,১০৪ জন। এর মধ্যে মাধ্যমিক ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ৭৭,৯৩৭ জন, উচ্চমাধ্যমিকের ৮৪,৫৩৭ জন, গ্রেজুয়েট ৭৩,১৩৮ জন, পোস্ট-গ্রেজুয়েট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭ মাসে নিখোঁজ ৮০৮ জন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।।: রাজ্যে মাত্র সাত মাসে থানাগুলিতে মোট ৮০৮ জন মহিলা নিখোঁজ বলে থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার দ্বিতীয় দিনে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই তথ্য দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতবছরের ১ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের থানাগুলিতে মোট ৮০৮ জন মহিলা নিখোঁজ বলে থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ৭২১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

রাজধানীতে মোট ৩১,৪৭ একর সরকারি জমি অবৈধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। আগরতলা শহরে মোট ৩১.৪৭ একর সরকারী জমি অবৈধ দখলদারদের হাতে রয়েছে। আপাতত তাদেরকে উচ্ছেদ করার কোনোও পরিকল্পনা নেই রাজ্য সরকারের। আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার দ্বিতীয় দিনে তিপরা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়।

এদিনের প্রশ্নের জবাবে অর্থদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে সরকারী জমি অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা বিষয়ে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ সালের প্রণীত ধারা ১৫ মোতাবেক গ্রহন করা হয়ে থাকে। ওই ধারায় বিনা বিধিসঙ্গত অ অধিকারে কেহ সরকারের কোন জমি দখল করিলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংক্রান্তির প্রাক মুহূর্তে রাস্তা অবরোধ প্রেমতলা বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জানুয়ারি।। দুই কিমি বেহাল সড়ক মেরামতের দাবিতে সোমবার প্রেমতলা বাজারে আন্দোলনে নামেন ব্যবসায়ী সহ যান চালকরা। কয়েকঘন্টা পর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের অনুরোধে সড়ক অবরোধ মুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের দ্বিতীয় বিকল্প জাতীয় সড়ক ভগ্ন রাস্তা ও ধুলোবালির ফলে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এতে অতিষ্ঠ বাজার ব্যবসায়ী ও ছোট যান চালকরা। সোমবার সকাল এগারোটা থেকে কদমতলা-চুবাইবাড়ি, কদমতলা-ফুলবাড়ি ও প্রেমতলা-কুর্তি এই তিনটি মূল সড়ক প্রেমতলা বাজারের ট্রাই জংশনে অবরোধ করে বসে বাজার ব্যবসায়ী ও যান চালকরা। অবশেষ পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তীর্থমুখে পৌষ সংক্রান্তি মেলা, বাড়তি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার তীর্থমুখে শুরু হয়েছে তীর্থমুখ পৌষ সংক্রান্তি মেলা। মেলার অবস্থান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি হওয়ার ফলে তীর্থমুখ সন্নিবর্তী অঞ্চলে সাবধানতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী। বিএসএফ এর সেক্টর ডিআইজি অনিল শর্মা উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সীমান্তের ওপারে দুষ্কৃতীদের যে কোনও হস্তক্ষেপ রোধ করতে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বি. এস. এফ ব্যাটালিয়নকে নির্দেশ দিয়েছেন।

মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিএসএফ ধলাই ও গোমতী জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে। এব্যাপারে বিএসএফ ত্রিপুরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অনুপ্রবেশ এর যে কোনো রকম সম্ভাবনা ঠেকাতে আন্তজাতিক সীমান্তে অতিরিক্ত আধাসামরিক সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। বহুস্তরীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টিএসআর এবং ত্রিপুরা পুলিশের সঙ্গে যৌথ টহল দেওয়া হচ্ছে। যে কোনও অননুমোদিত চলাচলকে সীমাবদ্ধ করতে গোমতী নদী এবং ডাম্বুর হ্রদেও টহল ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।।

তীর্থমুখের নিকটবর্তী সীমান্তে বিভিন্ন জায়গায় নাইট ভিশন ডিভাইস, ড্রোন এবং সিসিটিভি-র মাধ্যমে সীমান্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সড়ক বরাবর তীর্থযাত্রীদের চলাচলের সুবিধার্থে ট্যাক্সি অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন এবং বোট অ্যাসোসিয়েশনের মতো স্থানীয় অংশীদারদেরও নিযুক্ত করা হয়েছে। মোটরবাইকের গতিবিধির ওপর নজরদারি ও তল্লাশি বজায় রাখতে সীমান্ত সড়কে অসামরিক যানবাহনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য টহলদারি কঠোর করা হয়েছে। মোবাইল চেক পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। যানবাহনের গতিবিধি লক্ষ্য রেখে নিয়মিত চেকিংয়ের মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের পরিচয় যাচাই করা হচ্ছে। একইসাথে, "পৌষ সংক্রান্তি 'উপলক্ষে সমস্ত তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী।

জাগরণ
আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
২৯ পৌষ মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ মকর সংক্রান্তি পিঠাপুলির উৎসব

পৌষে প্রাণ ফিরে পায় ঢেঁকি, টুসুর গানে জীবনের ছন্দ খোঁজে। শীত মানেই পৌষ পার্বণ আর পিঠে পুলির উৎসব। গাঁ-গঞ্জের বাড়ি থেকে ভেসে আসে ঢেঁকির আওয়াজ।তবে আধুনিকতার ঝড়ে আজ যেন সে সব হারাইয়া যাইতে বসিয়াছে।সারা বছর থমকে থাকিলেও পৌষ সংক্রান্তির আগে থেকে সচল হয় ঢেঁকি।এখন ঢেঁকির জায়গা নিয়াছে আধুনিক যন্ত্র। তবে কিছু ঢেঁকি এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গায়।মকর সংক্রান্তি আসিলেই শুরু হয় চাল কোটার কাজ। একটা সময়ে গ্রামের মহিলারা রাত জাগিয়া চাল কুটিতেন। এখন সে সব অতীত।

আধুনিক যন্ত্রে সহজেই চাল গুঁড়ো করা যায়। অনেকে আবার বাজার থেকে চালের গুঁড়ো কিনিয়া আনিয়া পিঠে তৈরি করেন। ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করিতে অনেক শ্রম ও সময় লেগে যায়। দু'কেজি চাল গুঁড়ো করিতে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা।

মকর সংক্রান্তিতে সূর্য্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে এই তিথি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি নামেও পরিচিত। এ দিন অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার দিন। মকর সংক্রান্তিতেই দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। তবে বাঙালির কাছে মকর সংক্রান্তি মানেই পুলি পিঠে, পাটিসাপটা।

পৌষ মাসের শেষ দিনটিতে পালন হয় মকর সংক্রান্তি। রবির এই মকর রাশিতে প্রবেশকাল শুভ মুহূর্ত বলিয়া মনে করা হয়। মকর সংক্রান্তির শুভ লগ্নেই গঙ্গাস্নান বিশেষ শুভ বলিয়া মনে করা হয়। গঙ্গা কাছাকাছি না থাকিলে অন্য প্রবহমান নদীর জলেও স্নান করা যায়। এদিন দানে করাও সৌভাগ্য নিয়া আসে বলিয়া মনে করা হয়। পুরাণ মতে, সগর রাজার ৬০ হাজার সন্তানকে জীবন ফিরাইয়া দিতে ভগীরথ মর্ত্যলোকে গঙ্গাকে নিয়া আসিয়াছিলেন। তাই মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা এবং সাগরের সঙ্গমে স্নান করিলে অসীম পুণ্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে পুরাণে। বিশ্বাস করা হয়, যে এই তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলে ১০০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সমান পুণ্য লাভ হয়। মহাভারতে নিজের দেহ ত্যাগ করিবার জন্য মকর সংক্রান্তি তিথিকেই নির্বাচন করিয়াছিলেন পিতামহ ভীষ্ম।

এদিন থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফসল কাটার ঋতুর সূচনা হয়। আর সে-কথা মাথায় রাখিয়াই মকর সংক্রান্তি উৎসব উদযাপন করা হয়। এই দিনে, সূর্য্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে। ভারতে এই উৎসবের আলাদা আলাদা নাম। বাংলায় এই উৎসবকে বলা হয় পৌষ সংক্রান্তি। ওড়িশায় টুসু। আর তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল। বাংলায় যখন রান্নাঘর থেকে বের হয় নলেন গুড়ের পায়েস আর মালপোয়ার সুঘ্রাণ, তখন আখ ও তিলের মিষ্টির স্বাদে মাতেন তামিল পরিবারগুলি। আবার নেপালে এই উৎসবের নামই মাঘি। সবমিলাইয়া মকর সংক্রান্তি মানেই নানা শুভর সমাবেশ। জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক থেকেই হোক বা পুরাণ কিংবা লোককথা, সবদিক থেকেই মকর সংক্রান্তির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

মকর সংক্রান্তি একটি জনপ্রিয় হিন্দু উৎসব, যাহা ভারত ও এর পার্শবর্তী দেশগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়। এই দিনে সূর্য্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণের দিকে যাত্রা শুরু করে। মকর সংক্রান্তি মূলত নতুন ফসল তোলার সময় উদযাপন হিসেবে পরিচিত।মকর সংক্রান্তি ধর্মীয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এটি সূর্য্যের এক রাশিচক্র থেকে অন্য রাশিচক্রে প্রবেশের প্রতীক। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে গঙ্গা নদীতে স্নান করা অত্যন্ত পবিত্র এবং পূণ্যফলদায়ক। এটি কৃষকদের জন্য নতুন ফসলের ঋতু শুরুর উদযাপন। মকর সংক্রান্তির সময় বিশেষ ধরনের খাবার প্রস্তুত করা হয়।

মকর সংক্রান্তি আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের পরিচায়ক। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং মানুষের জীবনে নতুন আশা এবং আনন্দের বার্তা বহন করে।

স্যালাইন-কাণ্ডে দু'টি জনস্বার্থ মামলার অনুমতি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): নিষিদ্ধ হওয়ার পরও রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইন কেন ব্যবহার করা হল? মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতির মৃত্যু এবং সেইসঙ্গে তিন প্রসূতি আশঙ্কাজনক হওয়ার ঘটনায় এই প্রশ্ন তুলে এবার কলকাতা হাই কোর্টে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

সোমবার সেই মামলা দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী ও বিজয় সিংঘল নামে এক ব্যক্তি। আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি সোমবার হাই কোর্টে জানান, এ রাজ্যের এক সংস্থার খারাপ মানের স্যালাইন ব্যবহার করে কর্ণাটকে কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছিল। তখন রাজ্যের ওই সংস্থাকে কালো তালিকায় পাঠিয়ে দেয় কর্ণাটক সরকার। ওই সংস্থার থেকে বরাত নেওয়াও বন্ধ রাখা হয়েছে। সম্প্রতি এ রাজ্যেও খারাপ স্যালাইন ব্যবহারের পর মৃত্যুর অভিযোগ উঠে এসেছে। এমন অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আর্জি জানান তিনি।

প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম বলেন, "সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি দেখেছি। রাজ্য সরকার সম্ভবত কোনও পদক্ষেপও করছে।" বৃহস্পতিবার হাই কোর্টে প্রথম মামলা হিসেবে শুনানি হওয়ার কথা।

পকসো মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন বিকাশ মিশ্রর

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): পকসো মামলা ভিত্তিহীন বলে দাবি করে জামিন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিকাশ মিশ্র। সেই আর্জি মঞ্জুর করেছে আদালত।

বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে। শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিকাশ মিশ্রের আইনজীবী বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করা হয়েছে। এটা একটি পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত মামলা। কিন্তু তাঁকে ফাঁসাতে এই মামলা করা হয়েছে। পুরোটাই ভিত্তিহীন অভিযোগ। পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তাঁর এও বক্তব্য, বিকাশের অপরাধের কোনও প্রমাণ এখনও দিতে পারেনি পুলিশ। কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

বিহুর উচ্ছ্বলতার মধ্যে টিয়কে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

যোরহাট (অসম), ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : ভোগালি বিহুর উচ্ছ্বলতার মধ্যে টিয়কে সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দুই পরিবারের বসতঘর।

জানা গেছে, রবিবার রাতে যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কের ভগামুখ চিন্তামণিগড়ের রৌমইরা গ্রামের জনৈক তিলক বরার ধানের গোলায় আগুনের সূত্রপাত হয়।

পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতা

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। চারপাশের অবস্থা, জলবায়ু, প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান সবকিছুই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।আর এর সবকিছুই একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। ফলে কেউ যদি সচেতন না হয়, তাহলে জীবন চলাচল ব্যহত হবে।প্রতি বছর ০৫ জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস।পরিবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু শুধু দিবস হিসেবে উদযাপন উচিত হবে না। পরিবেশ দূষণ কমাতে হবে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচীর (ইউএনপি) আয়োজনে প্রতি বছর ১০০টিরও বেশি দেশে এ দিবস পালিত হয়।আমাদের অসচেতনতার জন্য পরিবেশ হুমকির মুখে আছে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হয় এমন কর্মকাণ্ড বেড়েই চলছে। খোদ রাজধানী ঢাকা ক্রমশ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। লন্ডনভিত্তিক ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) এক জরিপে বিশ্বের বাসযোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ছিল শেষের দিক থেকে সপ্তম। সেই ছোট বেলা থেকে পড়ে আসছি আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ।অথচ আমরা দিনদিন চারপাশের অবস্থানকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছি।পরিবেশ দূষণের প্রকার গুলোর মধ্যে আছে শব্দ দূষণ, , মাটি দূষণ, বায়ু দূষণ ইত্যাদি।পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হলে ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার কমাতে হবে,

অপ্রয়োজনে এসি,ওয়াশিং মেশিন, ডিসওয়াশার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে,পটকা, আতশবাজি ফোটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কীটনাশক, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সঠিক মাত্রায় করতে হবে, ট্যানারি শিল্পের জন্য আলাদা অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে, মেডিকেল বর্জ্য যত্রতত্র ফেলানো বন্ধ করতে হবে,নালা নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার করা,উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত সময়ে শেষ করা,ফুটপাতের আশপাশে ময়লা ফেলানো, মূত্র বিসর্জন ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি জরুরি বৃক্ষ রোপন করা।কেননা পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। বৃক্ষ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গাছ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে। অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের মাধ্যমে গাছ প্রানীকূলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। একটি পরিণত গাছ বছরে ৪৮ পাউন্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। যা বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে প্রবলভাবে সাহায্য করছে। কিন্তু আজ আমরা তথাকথিত নগরায়ন ও উন্নয়নের নামে নির্বিচারে কেটে ফেলছি এসব গাছ। যার ফলশ্রুতিতে বাস্তুতন্ত্র তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী।আমরা জানি যে,পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূখণ্ডের মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা অপরিহার্য্য। সেখানে, বনভূমি রয়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। সুতরাং, প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমি রয়েছে শতকরা ৫৬ দশমিক ৪ শতাংশ, ঘাটতি রয়েছে ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ, যার প্রভাব পড়ছে জলবায়ুর ওপর।সম্প্রতিক দেশের তাপমাত্রা জানান দিচ্ছে, আমাদের পরিবেশের কী ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে।তারপরও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন কার্য্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় বৃক্ষের সংখ্যা কম হলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী নামক এই গ্রহে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাই বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। ব্যক্তিপর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৃক্ষায়ন কর্মসূচি বাড়াতে হবে। কেবল তাহলেই রক্ষা পাবে পরিবেশ, রক্ষা পাবো আমরা।

বিভিন্ন শহরে যেহেতু গাছ লাগানো সম্ভব না, তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ছাদকৃষিই অন্যতম ভরসার নাম।শব্দটি বাংলাদেশে কিছুটা অপ্রচলিত হলেও বহির্বিশ্বে ইতিমধ্যেই এটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। সারাবিশ্বে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এর পরিধি। বিশ্বের সাথে মিলিয়ে বাংলাদেশেও বড় বড় শহরগুলোতে এর ব্যপকভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে রাজধানী শহর ছাদকৃষির ব্যাপকতা চোখে পড়ার মতো।

বর্তমানে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বৃক্ষনিধনের ফলে প্রতিনিয়ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।শহর অঞ্চলে গাছপালা কম থাকায় অক্সিজেন উৎপাদন কম এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে প্রতিনিয়ত।বড় বড় শহরগুলোতে অধিক জনসংখ্যা, যানবাহন ও গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।গাছ কেটে গাছ লাগানোর পরিবর্তে বড় বড় ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। বসতি বাড়ার সাথে সাথে শহরের পরিবেশ দিন দিন প্রতিকূলে যাচ্ছে মানুষের।

শহরের অধিকাংশ জায়গা দখল করে আছে ফাঁকা ছাদ, যা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বেশ সহায়ক। এমন পরিস্থিতিতে শহরগুলোতে বসবাসের উপযোগী করতে হলে গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু সারি সারি ভবনের কারণে গাছ লাগানোর জায়গা তেমন নেই, সেহেতু বাড়ির ছাদে কিংবা ব্যালকনিতে সুষ্ঠুভাবে বাগান করা হলে তাপমাত্রা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব।ভবনের ফাঁকা ছাদগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে এই সমস্যা থেকে অনেকাংশে নিস্তার লাভ করা সম্ভব হবে।ভবনের ছাদে বাগান করা গেলে বাগানের গাছ এ তাপ শুষে নেয় এবং গাছের দেহ থেকে যে পানি জলীয়বাষ্প আকারে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যায়, তা সেই স্থানের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমিয়ে আনে। অসংখ্য ছাদবাগান বা শহুরে গাছপালা এ প্রক্রিয়ায় শহরের উচ্চ তাপমাত্রাকে কমিয়ে আনে। ছাদকৃষি শুধু শখ থেকে নয়, পরিবেশের প্রয়োজনে করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের জন্য। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নির্মল থাকবে, অন্যদিকে পারিবারিক ফুল, ফল ও শাকসবজির চাহিদা মিটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখারও সুযোগ রয়েছে। ছাদকৃষি শুধু একটি শখের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এটি একসঙ্গে অর্থ আয়ের উৎস, পারিবারিক পুষ্টিসাধন এবং সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।সরকারীভাবে ছাদকৃষির মতো সম্ভাবনাময় খাত সম্পর্কে জনগনকে উৎসাহিত করা হলে এটি আরও বৃদ্ধি পাবে।

সর্বশেষ যেটি জরুরি তাহলো ব্যাপক জনসচেতনতা ও কার্য্যকরী পদক্ষেপ।কেননা আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ।নশ্বর পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রাণী কূলের সুস্থতা, প্রাণবন্ততা, দৃঢ়চেতা মনোবল ও কর্মদক্ষতা নির্ভর করে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নির্মল পরিবেশের উপর। অথচ পরিবেশের সুরক্ষায় মানবজাতির উদাসীনতা ও অপতৎপরতা প্রকাশ পায় প্রতিনিয়ত। তবে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষ পরিবেশ রক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কিন্তু কার্য্যকর পদক্ষেপ ও জনসচেতনতার অভাবে পরিবেশ রক্ষা সম্ভবপর হচ্ছে না। পৃথিবীকে জীবের জন্য বসবাস যোগ্য করার নিমিত্তে পরিবেশ রক্ষার বিকল্প নেই। সরকারের উচিত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নীতিমালা প্রণয়ন। পাশাপাশি গৃহীত নীতিমালা কতটুকু কার্য্যকর হচ্ছে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার উপকারী দিক গুলো তুলে ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা। পরিবেশ রক্ষায় কার্য্যকর পদক্ষেপ গুলো হতে পারে,, যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকা, আবর্জনাপুর্ণ ডোবা-নালা ভরাট করে ফেলা, কলকারখানার বর্জ্য সুচারুরূপে অপসারণ কল্পে উদ্যোগ গ্রহণ, অগণিত বৃক্ষ রোপণ ও বনায়নের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

অনলাইন জুয়ার ফাঁদ!

অনলাইন জুয়ার খবর এখন মানুষের মুখে মুখে। খেলার মাঠ, রাস্তার মোড়, গাছের ছায়া, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, ভ্যানগাড়িতে বসে অবাধে চলছে অনলাইন জুয়া। জুয়ার নেশা মানুষকে শেষ করে দেয়, তানতুন কিছু নয়। ছাত্র-যুবসমাজের ভবিষ্যৎ আজ হুমকির মুখে। ছাত্র-তরুণদের মধ্যে অনলাইন জুয়ায় আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ভয়াবহ ভাবে। অনেকে কৌতূহলবশত জুয়ার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে হয়ে যাচ্ছে জুয়ায় আসক্ত। মা-বাবার সান্নিধ্য, স্কুল-কলেজের পড়ালেখা, ব্যবসায়বাণিজ্য, চাকরি কিছুই জুয়া-আসক্তদের ধরে রাখতে পারছে না। সন্তানরা মা-বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে, নানা অজুহাতে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তার সবকিছুই করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মনোযোগ নেই, পারিবারিক অজুহাত দেখিয়ে স্কুলকলেজ ও কোচিং সেন্টারে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত, জুয়ায় টাকা খুইয়ে মানুষিক অশান্তি, খাওয়াদাওয়া, পড়ালেখায় মন নেই, সব সময় মাথায় ঘোরে জুয়ার লাভ-লোকসানের হিসাব। অনেক পরিবারে এখন চাপাকান্না ও ক্ষোভ, প্রকাশ করতে পারে না বাইরে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবকরা হতাশ। খেটে খাওয়া মানুষগুলো সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কিছু আয় করে জুয়ার আসরে সর্বস্বান্ত হয়ে খালি হাতে খিটখিটে মেজাজ নিয়ে ফিরে আসে পরিবারের কাছে। দেখা দেয় পারিবারিক কলহ, অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ। দেশ ডিজিটাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধপ্রবণতাও ধরন বদলিয়ে হয়েছে ডিজিটাল। জুয়া খেলা ঘরের কোনা, জুয়ার বোর্ড, ক্যাসিনো বা জুয়া খেলার ঘর ছাড়িয়ে এখন চলে এসেছে মানুষের ঘরে ঘরে, হাতের মুঠোয়। জুয়া খেলা এখন আর পেশাদার জুয়াড়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে। ছড়িয়ে পড়েছে ফুটবল, ক্রিকেট, লুডু, ক্যারামসহ প্রায় সব ধরনের খেলাধুলায়। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ খুঁজে পাচ্ছে নিত্যনতুন জুয়ার আসর। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, কর্মজীবী ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের হাতে হাতে এখন স্মার্ট মোবাইল ফোন।

দেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মোবাইল ফোনে দিচ্ছে ছোট বড় প্যাকেজ আকারে ইন্টারনেট সুবিধা, যা সব শ্রেণির মানুষের সাধ্যের মধ্যে। এতসব সুবিধা অনলাইন জুয়াকে করেছে সহজ থেকে সহজতর। অনলাইন জুয়ায় বড় ভূমিকা রাখছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের প্রায় সবাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে টার্গেট করে বিভিন্ন জুয়াভিত্তিক সাইটগুলো প্রতিনিয়ত তাদের লোভনীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করে যাচ্ছে।

"গেম খেলে আয় করুন"-এমন হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন বারবার অনলাইনে প্রচার করা হয়। বিনা পরিশ্রমে লাখোপতি হওয়া যাবে, এমন বিজ্ঞাপনের লোভে পড়ে যাচ্ছে যুবসমাজ। অনলাইনে থাকলে অপ্রত্যাশিত ভাবে জুয়ার বিজ্ঞাপন সামনে চলে আসছে, বুঝে হোক, না বুঝে হোক বা কৌতূহলী হয়ে সেই বিজ্ঞাপন দেখে প্রবেশ করে জুয়ার আসরে। তরুণরাই তাদের মূল টার্গেট, একবার শুরু হলে আর ফেরার পথ নেই। জুয়ার বিজ্ঞাপনে অভিনয় করতে দেখা যায় বিভিন্ন কনটেন্ট ক্রিয়েটরসহ জনপ্রিয় ব্যক্তিদের।অনলাইন জুয়া সাইটে টাকা লেনদেনে সুবিধা অনেক বেশি, বাংলাদেশের বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ফলে জুয়া সাইটে টাকা বিনিয়োগ ও উত্তোলন অনেক সহজ। খুব সহজেই লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। অনলাইন জুয়ায় বিভিন্ন গেমস, ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ফুটবল বিশ্বকাপসহ নানা বড় ইভেন্ট সামনে এলে জুয়ার কারবার জমজমাট হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সাইটই পরিচালিত হয় দেশের বাইরে থেকে।মূলত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে মেন্টরের অধীনে ভারত, দুবাই, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম থেকে ক্যাসিনো গেম পরিচালিত হয়। এক মেন্টরের অধীনে কয়েক হাজার প্লেয়ার অংশ নেয়। এসব মেন্টর মূলত অংশগ্রহণকারীদের আস্থা সৃষ্টির জন্য লাইভ স্ট্রিমিং গেম পরিচালনা করে থাকে। এ সুযোগে জুয়ায় বিনিয়োগ থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে। ফলে একদিকে যেমন সর্বস্বান্ত হচ্ছে তরুণসমাজ, অন্যদিকে টাকা বিদেশে পাচার হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতিতে। জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে অনেক তরুণের মধ্যে দেখা দিচ্ছে মাদকাসক্তির প্রবণতা। চিকিৎসকদের মতে, সবার আগে পরিবারকে সচেতন হতে হবে। জুয়ায় আসক্ত শিশু-কিশোররা পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, সামাজিকভাবে এরা বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। মেজাজ দেখাতে শুরু করে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আর সবকিছুই করে আসক্তিমেটাতে, টাকার প্রয়োজনে। জুয়ায় আসক্তদের ফেরাতে প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ। জুয়ার সাইটগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কঠোর অবস্থান নিতে হবে সরকারকে। পরিবারে থাকা কম্পিউটার-মোবাইল ফিল্টারিং করতে হবে। বাবা-মায়ের খেয়াল রাখতে হবে, সন্তান কী করছে। আর আসক্তদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন না করে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাভাবিক জীবনে। অনলাইন জুয়ায় আসক্ত শিশুদের মনশ্চিকিৎসা নেওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাদের এই মানসিক অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে বাবা-ছুটছেন মনশ্চিকিৎসকদের কাছে, অনেকেই সুফল ও পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা। বিটিআরসি জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর ৮ ধারা অনুযায়ী প্রতিনিয়ত চোখে পরামাত্র অনলাইন বেটিং সাইটগুলো বন্ধ করে যাচ্ছে। দেশে অনলাইন জুয়া খেলার সাইট পরিচালনার অনুমোদন নেই। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা কোনো সংস্থা থেকে কোনো সাইট বন্ধের জন্য সুপারিশ করলে সেগুলো দেশ থেকে ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন বন্ধের জন্য গুগল, ফেসবুক, ইউটিউবকে অনুরোধ করা হচ্ছে। তার পরও বন্ধ হচ্ছে না অনলাইন জুয়া খেলা, এজন্য প্রয়োজন পরিবারের কঠোর নজরদারি এবং সামাজিক প্রতিরোধ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য অহিংসাই একমাত্র পথ

মানব ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই অহিংসা অর্থাৎ সহিংসতা পরিহারের নীতি সর্বদা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বহু পুরনো ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অহিংসাকে পরম ধর্ম বা উচ্চতর আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আধুনিক সময়ে মহাত্মা গান্ধী এই নীতির প্রচার ও প্রসার করেছেন, যা তাকে একটি অনন্য অবস্থানে পৌঁছে দেয়। গান্ধীজির জীবন ও কর্মে অহিংসা এতটাই মূর্ত হয়েছিল যে, এটি শুধু তাঁর মতবাদ বা রাজনৈতিক কৌশল ছিল না, বরং এটি তার অস্তিত্বেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। বর্তমান সময়ে যখন পৃথিবীজুড়ে সহিংসতা, হিংসা ও প্রতিশোধের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন গান্ধীর অহিংস নীতি পুনর্বিবেচনা করা ও অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থেকে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা সমাধান অর্জন করা সম্ভব, যেখানে সহিংসতার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ছিল 'অহিংসা পরম ধর্ম' বা চূড়ান্ত ধর্মের ধারণা। যার মানে হলো ন্যায় ও নৈতিকতার পথে থেকে এমন কাজ করা যাতে কারও প্রতি সহিংসতার অবকাশ না থাকে। অহিংসা কেবলমাত্র শারীরিক সহিংসতা থেকে বিরত থাকা নয়, এটি মানসিক ও মৌখিক হিংসার বিরুদ্ধেও এক শক্তিশালী অবস্থান। গান্ধীজির মতে, প্রকৃত ধর্ম হলো এমন এক নৈতিকতা অনুসরণ করা যা সকল জীবের প্রতি সমানভাবে সদয় ও সহানুভূতিশীল থাকে।

গান্ধী অহিংসার মাধ্যমে নিজেদের চাওয়া-পাওয়া পূরণের জন্য ক্ষমা ও সহমর্মিতার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অহিংসার এই আদর্শ মানুষকে তার নিজের ক্রোধ, অহংকার ও প্রতিহিংসার অনুভূতি দমন করতে শেখায়, যা তাকে আরও শান্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী করে তোলে। গান্ধীজির এই নীতি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শুরু করে জাতীয় আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অহিংসার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধানের জন্য তার এই আহ্বান এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, যা মানবজাতিকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। অহিংসা নীতির কার্য্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে, যা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্ত্রের চেয়ে শান্তিপূর্ণ পন্থা অধিক কার্য্যকরী হতে পারে। তিনি প্রমাণ করেছেন, জনসাধারণের ঐক্য, সহমর্মিতা ও সংহতির শক্তিতে সহিংসতা ছাড়াই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব।

অহিংসা একটি নৈতিক পন্থা হিসেবে মানুষের সম্মান ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার সুযোগ দেয়, যা সমাজে ন্যায় ও শান্তি প

সম্প্রতি চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সোমবার পুলিশ তার প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়।

মহাকুম্ভ ২০২৫: ঐতিহ্য যেখানে রূপান্তরের সাথে মিলিত হয়

-অমিতাভ কান্ত

কুম্ভমেলা, বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশগুলির মধ্যে একটি, যা বিশ্বাস, ঐক্য এবং ভক্তির সাথে মানবতার চিরন্তন সংযোগের প্রতীক। পৌরাণিক কাহিনীতে নিহিত রয়েছে যে, একটি মহাজাগতিক লড়াইয়ের সময় অমরত্বের অমৃত (অমৃত) চারটি পবিত্র স্থান - প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং নাসিক-এ ছড়িয়ে পড়েছিল, যাকে স্মরণ করে, সূর্য্য, চাঁদ এবং বৃহস্পতির স্বর্গীয় সারিবদ্ধতার সময়ের মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হয়। এই উপলক্ষে প্রতি ১২ বছর অন্তর লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিশুদ্ধিতা ও পরিত্রাণের খোঁজে পবিত্র নদীতে স্নান করতে জড়ো হন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভমেলা বিবর্তিত হয়েছে, প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক উদ্ভাবনের মেলবন্ধন ঘটেছে।

২০১৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারিদ্দ কুম্ভমেলা মানবতার ইতিহাসে বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সাক্ষী থেকেছে। আধ্যাত্মিকতার গভীরে প্রোথিত এই অসাধারণ ঘটনাটি বিশ্বাস, সমাজ এবং বাণিজ্যের একটি উদযাপন। মেলা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, সাধুদের ধর্মীয় আলোচনা, সন্ন্যাসীদের গণসমাবেশ এবং বিভিন্ন বিনোদনের সাথে, কুম্ভমেলা ভারতীয় সমাজের প্রাণবন্ত একটি মূল্যবোধের উদাহরণ।

প্রয়াগরাজে ২০১৯ সংস্করণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। ৫০ দিনের মধ্যে আনুমানিক ২৪০ মিলিয়ন দর্শক সেখানে গিয়েছিলেন। কেবল ৪ ফেব্রুয়ারিতেই ৩০ মিলিয়ন পূণ্যার্থী উপস্থিত হয়েছিলেন। গঙ্গা, যমুনা এবং কাল্পনিক সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে অনুষ্ঠিত এই মেলার প্রস্তুতির মধ্যে ছিল ৪৪০ কিলোমিটার অস্থায়ী রাস্তা, ২২ টি পন্টুন সেতু, প্রায় ৫০,০০০ এলইডি স্ট্রিটলাইট এবং বিস্তৃত স্যানিটেশন পরিকাঠামো নির্মাণ করা সহ ৩,২০০ হেক্টর জুড়ে একটি বিস্তৃত তাঁবুর শহর নির্মাণ।

২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন যা ছিল আয়োজক ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার একটি নিদর্শন, যারা এই অনুষ্ঠানটিকে বিশ্বব্যাপী সফল করে তুলেছিলেন। পরিদর্শনকালে তিনি সাফাইকর্মীদের সম্মানিত করেছিলেন, তাঁদের পা ধুয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। তিনি স্বচ্ছ ভারত মিশনের চেতনাকে আরও জোরদার করে সাফাই কর্মচারীর সম্মানিত করতে গিয়ে বলেছিলেন ''স্বচ্ছ ভারতে অবদান রাখা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি অভিবাদন জানাই।'

২০১৯ সালের কুম্ভ মেলা স্বচ্ছতা এবং গণ শৌচালয়ের পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে নতুন মাপকাঠি স্থাপন করেছিল। ২০১৩ সালে যেখানে মাত্র ৫,০০০ কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে ২০১৯ সালের আয়োজনে ১,২২,৫০০ টি টয়লেট তৈরি করা হয়েছিল, যার পরিপূরক হিসেবে ছিল ২০,০০০ ডাস্টবিন এবং ১৬০টি বর্জ্য পরিবহন যানবাহন। পরিষ্কারের জন্য ওয়াটার জেট স্প্রে মেশিনের মতো উদ্ভাবনী পদক্ষেপগুলি জলের অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছিল যা স্যানিটেশনের কাজকে সহজ করেছিল।

টয়লেটগুলি কৌশলগতভাবে ব্যবহারযোগ্যতার নিরীখে স্থাপন করা হয়েছিল এবং এতে লিঙ্গ-নির্দিষ্ট এবং দিব্যাঙ্গজনদের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহিলাদের জন্য গোলাপী টয়লেট ছিল, যা মহিলা শ্রমিকদের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিল, আবার বয়স্ক-বান্ধব টয়লেটগুলিতে সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্ভেদ্য নিকাশী ট্যাঙ্কগুলির কারণে নদী দূষণের ঝুঁকি ছিল না।

অসাধারণ উদ্ভাবনগুলির মধ্যে একটি ছিল দুর্গন্ধ-দূরীকরণের সমাধান, যা প্রথম ২০১৮ সালের মাঘ মেলার সময় পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং কুম্ভ ২০১৯ এর সময়ে পরিমাপ করা হয়েছিল। ছাত্র গবেষকদের মাধ্যমে উদ্ভাবনে এই ব্যবস্থায় এই স্থানে প্রতিদিন প্রায় ৬৫,০০০ লিটার সুগন্ধি উৎপাদিত হয়েছিল। উপরন্তু, স্বেচ্ছাসেবীরা (স্বচ্ছতা স্বেচ্ছাসেবক) পরিচ্ছতা বজায় রাখতে এবং শৌচাগার ব্যবহারের প্রচারের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আইওটি-সক্ষম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে সজ্জিত, এই স্বেচ্ছাসেবীরা বিস্তৃত মাঠ জুড়ে ৬০,০০০ টয়লেট পর্যবেক্ষণ করে, যথাসময়ে সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করেছিল। এই উদ্যোগটি কেবল পরিচালনগত দক্ষতাকেই বৃদ্ধি করেনি বরং স্বেচ্ছাসেবীদেরও ক্ষমতায়িত করেছিল, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই যুবক ও মহিলা ছিলেন।

২০১৭ সালে ইউনেস্কো কুম্ভমেলাকে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই সম্মান পর্যন্ত বেঁচে ছিল, যা এই ধরণের বড় আয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতের অতুলনীয় ক্ষমতাকে তুলে ধরেছিল।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে প্রস্তুতির ব্যপকতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভূতপূর্ব প্রচেষ্টায় প্রয়াগরাজে ২০২৫ সালের মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি তীর্থযাত্রীর আপ্যায়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মহাকুম্ভের পবিত্রতা রক্ষা করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী এর মর্যাদা বাড়ানোর জন্য তাঁর অটুট প্রতিশ্রুতি ও পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির নিয়মিত পর্যালোচনা করা থেকে শুরু করে তীর্থযাত্রীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা পর্যন্ত হাতে-কলমে উঠে আসা তাঁর নিঁখুত দৃষ্টিভঙ্গি সেই প্রচেষ্টার প্রতিফলন। সামাজিক অংশগ্রহণের উপর মুখ্যমন্ত্রী জোর দিচ্ছেন, স্থানীয় কারিগর, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' এর সারাংশকে মেলাকে মূর্ত করে তুলছে। এমন একটি ইভেন্ট এর সাথে প্রত্যেককে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করছেন।

রূপান্তরিত ২০১৯ মেলার সাফল্যে পরিচালিত, এবারের মহাকুম্ভ নিষ্ঠা, প্রযুক্তি এবং স্থায়িত্বের একটি নিরবচ্ছিন্ন মিশ্রণের প্রতিশ্রুতি, যা বিশ্বব্যাপী নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে।

এবারের আয়োজনের একটি প্রধান নজর হ''ল মেলার স্থান এবং এর ব্যবহারযোগ্যতাকে আরও প্রসারিত করা। যানজট এড়াতে উন্নত ভিড় ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন, এমনকি ব্যস্ত দিনগুলিতেও নিরাপদ ও সুশৃঙ্খলভাবে স্নান করতে ঘাটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হবে। প্রয়াগরাজকে প্রধান শহরগুলির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বিশেষ ট্রেন এবং উন্নত রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। ভারী যানবাহন চলাচল পরিচালনার জন্য মাল্টি-লেন হাইওয়ে, আপগ্রেড ইন্টারসেকশন এবং সম্প্রসারিত পার্কিং অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক তীর্থযাত্রীদের জন্য চার্টার্ড ফ্লাইট চালু করে বর্ধিত যাত্রী ধারণক্ষমতা পরিচালনা করার জন্য প্রয়াগরাজ বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ চলছে।

লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর চাহিদা পূরণ করার জন্য অভূতপূর্ব মাত্রায় জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। ৫০ হাজারের বেশি পরিবেশবান্ধব টয়লেট ও পোর্টেবল স্যানিটেশন ইউনিট স্বাস্থ্যবিধি ও সুবিধাকে নিশ্চিত করবে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা, সৌর-চালিত আলো এবং প্রশস্ত আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে, যা তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুস্থতার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের অভিজ্ঞতা রূপান্তরে প্রযুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ড্রোন সক্ষম এআই-চালিত ক্রাউড কন্টোল সিস্টেমগুলি উপচে পড়া ভিড় রোধ করতে সঠিক সময়ে ভিড়ের ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করবে। পূণ্যার্থীদের যাতায়াতের রুট, ঘাটের সময়, আবহাওয়ার আপডেট এবং জরুরি পরিষেবাগুলির সঠিক সময়ে তথ্য সরবরাহ করে এমন ডেডিকেটেড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অ্যাক্সেস পাবেন। এছাড়াও, ইউপিআই-সক্ষম কিয়স্ক সহ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নগদহীন অর্থ আদান প্রদানেরি প্রচার করা হবে, যা বিক্রেতা এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য একইভাবে লেনদেনকে সহজ করবে।

২০২৫ মেলার একটি সুস্থায়ী ভিত্তি, ২০১৯ সালে প্রবর্তিত সবুজ উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে রচিত। একটি শূন্য-বর্জ্য নীতি বিস্তৃত পুনর্ব্যবহারযোগ্য সিস্টেম এবং কম্পোস্টিং সুবিধা সহ পরিচালন ব্যবস্থাকে গাইড করবে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং প্যাকেজিং এবং ইউটিলিটিগুলির জন্য বায়োডিগ্রেডেবল বিকল্পগুলি প্রচার করা হবে। উন্নত জল শোধনাগার এবং সঠিক মানের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গঙ্গা ও যমুনা নদীর পবিত্রতা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে নদীর তীরে ব্যাপক বনায়ন অভিযানের লক্ষ্য হল মাটির ক্ষয় প্রশমিত করা এবং জল ধরে রাখা। সৌর প্যানেল এবং জৈব-শক্তি ব্যবস্থার মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি মেলার বৃহৎ অংশগুলিকে শক্তি দেবে, এবং কার্বনের মাত্রাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে।

এই মাপের একটি ইভেন্টের জন্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি থাকে সর্বাগ্রে। এআই-বর্ধিত ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তি সহ ১০,০০০ এরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা প্রাঙ্গণটিকে পর্যবেক্ষণ করবে, এবং প্যারামেডিকস, ফায়ার সার্ভিস এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া দলসহ কয়েক হাজার কর্মী এরজন্য প্রস্তুত থাকবে। উন্নত চিকিৎসা সুবিধা এবং টেলিমেডিসিন পরিষেবা সহ অস্থায়ী হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলি অংশগ্রহণকারীদের জন্য সময়োপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে।

২০২৫ সালের মহাকুম্ভ মেলায় একটি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রদর্শনীও থাকবে। নিবেদিত প্যাভিলিয়নগুলিতে সারা দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগীত, নৃত্য এবং শিল্পের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হবে। সেইসাথে কুম্ভ মেলার ইতিহাস ও বিজ্ঞানের উপর ভিআর অভিজ্ঞতা কর্তৃক প্রশংসিত একটি প্রদর্শনী থাকবে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আধ্যাত্মিক গুরু এবং পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে আন্তঃ ধর্মীয় আলোচনা বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে সম্প্রীতি এবং বোঝাপড়াকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কর্মশালা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সুযোগ প্রদান করা সহ যুবকদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রামগুলির লক্ষ্য হল তাদের মধ্যে দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিকে জাগ্রত করা।

বিশ্বব্যাপী এর আবেদন বাড়ানোর জন্য, বহুভাষিক তথ্য কেন্দ্র এবং গাইডেড ট্যুরের মতো পর্যটন-বান্ধব উদ্যোগগুলি বিদেশী দর্শনার্থীদের চাহিদাকে পূরণ করবে। হেরিটেজ ওয়াক সহ আধ্যাত্মিক পর্যটন প্যাকেজগুলি এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ইতিহাসকে তুলে ধরবে। হুইলচেয়ার-অ্যাক্সেসযোগ্য অঞ্চল এবং ব্যক্তিগতকৃত সহায়তাসহ ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক বিধানগুলি সবার জন্য একটি স্বাগত পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

২০২৫ সালের মহাকুম্ভ মেলা একটি আধ্যাত্মিক এবং যৌক্তিক বিস্ময় হতে চলেছে, যা অভূতপূর্ব মাত্রায় বিশ্বাস, উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বকে একত্রিত করবে। এটি আধুনিক অগ্রগতিকে আলিঙ্গন করার সাথে প্রাচীন ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর ভারতের ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে, বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

*লেখক ভারতের জি-২০ শেরপা এবং নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও। প্রকাশিত মতামত ব্যক্তিগত।

আকাশবাণী আগরতলার উদ্যোগে এম বি বি কলেজে অনুষ্ঠিত 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং আজকের যুবসমাজ' শীর্ষক সেমিনার

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারী ২০২৫: আজ আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে আকাশবাণী আগরতলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং আজকের যুবসমাজ' শীর্ষক এক সেমিনার। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এমবিবি কলেজের প্রিন্সিপাল ড. নির্মল ভদ্র, কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীগণ। সেমিনারের মুখ্য বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, বিবেকনগরের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়ক মুখার্জি।

স্বামী শুভকরানন্দ তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ কখনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করতেন না, তিনি সবসময় আশাবাদী মনোভাব পোষণ করতেন।' শুভকরানন্দ মহারাজ বলেন ,যুবাদের কাছে স্বামীজি হচ্ছেন আইকন। যার আদর্শ ভাবনায় রেখে জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে, ও লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে তাহলে সফলতা আসবেই। তিনি বলেন স্বামীজি ছিলেন চির প্রাসঙ্গিক। যার কাছে ইতিবাচক ছাড়া নেতিবাচক এর কোন জায়গা ছিল না। যিনি ঘুমিয়ে থাকা মানুষের আত্মাকে জাগ্রত করার বার্তা দিয়ে গেছেন। তাই স্বামীজি বলতে তোমাকেই ঠিক করতে হবে তোমার মূল লক্ষ্য কি। গভীর অধ্যাবসায়ের মধ্যেই তোমাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তাই কি করে হবে তা না ভেবে, কি করলে হবে এই ভাবনা-চিন্তা নিয়েই যুবদের এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন স্বামী শুভকারানন্দ মহারাজ। তিনি ছাত্রসমাজকে সামাজিক মাধ্যমে অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অপর আলোচক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. সায়ক মুখার্জি আজকের অস্থির ও সহিংসতায় পরিপূর্ণ বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন স্বামীজীর রাষ্ট্র ভাবনা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর চিন্তধারা সব সময় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্দে ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্বামীজীর রাষ্ট্রচিন্তা, সর্বধর্ম সমন্বয় ও উদার মানবিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বলেন, স্বামীজীর দেশাত্মবোধের ভাবনা বরাবরই যুবাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ ড, নির্মল ভদ্র বলেন, সুস্থ, সুন্দর ও বিকশিত সমাজ গড়তে হলে স্বামীজীর ভাবনা-চিন্তা কে পাথেয় করেই পথ চলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান নিজেকে বিকশিত করতে হলে স্বামীজিকে পড়তে হবে। শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে দেহ ও মনের দুর্বলতাকে কাটাতে হবে যা স্বামীজি বলে গেছেন। শিক্ষক ননীগোপাল নন্দী বলেন সংকীর্ণ চিন্তার উর্ধে উঠে নিজেকে প্রসারিত করতে হলে বিবেকানন্দ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন কলেজের দুই ছাত্র দ্বীপ দে ও সুব্রত দাস। এছাড়া বর্তমান যুগে রেডিওর প্রাসঙ্গিকতা ও তার পরিবেশনা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন দীনেশ কুমার। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে শুরু করে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, প্রযুক্তিগত বিষয়ে রেডিওর সম্প্রচারের বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। আলোচনার পর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের হাতেও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সেমিনারে আকাশবাণী আগরতলার প্রধান শ্রী ভি. দিনেশ কুমার এবং অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান শ্রীমতী জয়শ্রী দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

আকাশবাণী আগরতলার উদ্যোগে পরবর্তী সেমিনার ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে বিবিএম কলেজে অনুষ্ঠিত হবে, বিষয় 'এইচআইভি'।

বাংলাদেশ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে, হিন্দু নিপীড়নে উদ্বিগ্ন পুরীর শঙ্করাচার্জ

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতি বছরই গঙ্গাসাগর মেলায় আসেন পুরীর মন্দিরের শঙ্করাচার্জ শ্রী নিশ্চলানন্দজি সরস্বতী মহারাজ। গঙ্গাসাগর মেলায় এসে তিনি দেশ ও এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি-সহ নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। একদিকে যেমন তীর্থক্ষেত্রকে পর্যটন স্থল তৈরি করা নিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেন, তেমনই বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়েও মুখ খোলেন তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্জ বলেন, ''বাংলাদেশ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে। সেখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ঠিক হচ্ছে না। হিন্দুদের উপর অত্যাচার বা তাঁদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে, অন্য যেখানে অল্প সংখ্যক মুসলমান রয়েছে সেখানে তাঁদের কি হবে? ফলে সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখুন।''

তিনি আরও বলেন, একসময় এই বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়নমার সকলেই ভারতের অঙ্গ ছিল। তিনি বলেন, ''মুসলমানদের ভাবতে হবে, যাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন, তাঁরা আমাদের কাছে নমস্য। হিন্দুদের পূর্বপুরুষরা যারা অসম পরিস্থিতিতেও কাব্যত নিজেদের মাথা ঝোঁকাননি, নিজেদের সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেছেন, তাঁদের সম্মান করতে হবে। ফলে হিন্দুদেরকে সম্মান করুন, তাঁদের পাশে থাকুন, যদি হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানদের দুর্দশার শেষ থাকবে না।''

শীতে কাবু সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা, শীতের দাপট দিন দিন যেন বাড়ছে। সোমবার শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এছাড়াও গুলমার্গে মাইনাস ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শীতের দাপট দিন দিন যেন বাড়ছে কাশ্মীর উপত্যকায়। রবিবারের তুলনায় সোমবার কাশ্মীরে ঠান্ডা অনেকটাই বেড়েছে। আগামী কিছু দিন এমনই ঠান্ডা থাকবে। তুষারপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতবর্ষে নেই ন্যায়তন্ত্র পুরীর শঙ্করাচার্জের মন্তব্যে হুলুস্থুল গঙ্গাসাগর মেলায়

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): নকল শঙ্করাচার্জ বানানো হচ্ছে, নকল শঙ্করাচার্জ বানিয়ে ঘোরানো হচ্ছে বিভিন্ন পুণ্যক্ষেত্রে। পুরীর শঙ্করাচার্জকে নিয়ে ভয় সকলের। নরসিমা রাও, বাজপেয়ী সকলেই এই কাজ করেছেন। আর এখন মোদী ও যোগীও একই কাজ করছেন। যদি ভারতে ন্যায়তন্ত্র থাকতো তাহলে সবার আগে মোদী ও যোগীকে শাস্তি দেওয়া হত। সোমবার এই মন্তব্য করেছেন পুরীর শঙ্করাচার্জ।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন পুরীর শঙ্করাচার্জ শ্রী নিশ্চলানন্দজি সরস্বতী মহারাজ। গঙ্গাসাগর মেলায় এসে তিনি দেশ ও এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি-সহ নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, ''শঙ্করাচার্জ বানানোর কাজ কি কোনও রাজনৈতিক দলের? আমি কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নই। আমাকে নিয়ে ওঁদের ভয় রয়েছে। আর তাই আমাকে টক্কর দেওয়ার জন্য নরসিমা রাও এক আতঙ্কবাদীকে নকল শঙ্করাচার্জ তৈরি করে ঘুরিয়েছিলেন। এখন যোগী আর মোদীও তাই করছেন। নকল প্রধানমন্ত্রী, নকল মুখ্যমন্ত্রী হয় কি? কেউ নকল প্রধানমন্ত্রী তৈরি করবে তাঁকে হয় কেউ পাগল বলবে নয় তো জেলে পাঠাবে। তাহলে নকল শঙ্করাচার্জ কেন? আমি বলছি, যদি ভারতে ন্যায়তন্ত্র থাকতো তাহলে সবার আগে মোদী ও যোগীকে শাস্তি দেওয়া হত।''

ময়নাগুড়িতে শপিং মল থেকে চকলেট চুরি, গ্রেফতার অভিযুক্ত

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে শপিং মল থেকে চকলেট চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম শুভদীপ মণ্ডল। তাঁর বাড়ি পেটকাটি এলাকায়। অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন ওই যুবক।

।। আনন্দ সংবাদ।।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

স্থান : নজরুল কলাক্ষেত্র (পূর্বাশার পাশে)

তারিখ : ১৮-০১-২০২৫ ইং, সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা। প্রতিবেদনের সময় (রিপোর্টিং) সকাল ০৯.০০ ঘটিকা।

ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ, ২০২৫ উদ্যাপন উপলক্ষে আগামী ১৮ শে জানুয়ারী ২০২৫ ইং (শনিবার) উপরে উল্লেখিত স্থানে এক 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের জন্য আপনারা আগামী ১১ ই জানুয়ারী হইতে ১৬ ই জানুয়ারী ২০২৫ ইং পর্যন্ত যে কোনো দিন নিম্নলিখিত ত্র-দ্বস্থন থত্বত্বত্র*** এ নাম নথীভুক্ত করিতে পারিবেন। তাছাড়া প্রতিযোগীগন ইচ্ছা করিলে প্রতিযোগিতার দিন সকাল ০৯.০০ ঘটিকা থেকে ০৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থানেও নাম নথীভুক্ত করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার শুরুর সময় ১৮ ই জানুয়ারী ২০২৫ ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকায়।

প্রতিযোগীদের শ্রেণী বিভাগের বিবরন :

প্রথম বিভাগ : প্রথম ও দ্বিতীয়, শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীগণ। দ্বিতীয় বিভাগ : তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীগণ। তৃতীয় বিভাগ : ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীগণ।

অঙ্কনের বিষয় সমস্ত বিভাগের প্রতিযোগীদের জন্য প্রতিযোগিতার দিন ঘোষনা করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- ১) উদ্যোক্তাদের পক্ষে কেবলমাত্র অঙ্কন পত্র দেওয়া হইবে।

২) প্রতিযোগীগণকে নিজ নিজ অঙ্কন সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসিতে হইবে।

প্রতিযোগীগণকে বিভাগ ভিত্তিক প্রমান পত্র সঙ্গে নিয়ে আসিতে হইবে। ৪) প্রতিটি বিভাগের বিজয়ীদের জন্য আছে তিনটি করে আকর্ষনীয় পুরস্কার

ও প্রশংসা পত্র তাছাড়া, প্রত্যেক অংশগ্রহন কারীদের জন্য প্রশংসা পত্র থাকিবে।

নাম নথীভুক্ত করার জন্য -émail id- - sitanddrawtraffic@gmail.com

যোগাযোগ -৯৪০২৩০৩ ১০০

৭০০৫২৪৪৪৭১

আস্তাবলস্থিত ট্রাফিক অফিস

আয়োজক

সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ট্রাফিক)

ত্রিপুরা, আগরতলা।

ICA/D-1688/25

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্ত -র সহযোগিতায়

পৌষ পার্বণ ও পিঠে পুলি উৎসব -২০২৫

১৪ -১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

স্থান: আলপনা গ্রাম, লক্ষ্মীমুড়া, কপালিপাড়া, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা

শুভ উদ্বোধন : ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ , বিকাল ৫ টা

উদ্বোধক ও : শ্রী যিষ্ণু দেববর্মণ, মহামান্য রাজ্যপাল, তেলাঙ্গানা রাজ্য

প্রধান অতিথি

বিশেষ অতিথি: শ্রী দীপক মজুমদার, মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুরনিগম

সম্মানিত অতিথি: শ্রীমতি মিত্রারাণী দাস মজুমদার, মাননীয়া কর্পোরেটর, ১ নং ওয়ার্ড, আগরতলা পুরনিগম,

শ্রী মনোজ দেববর্মা, সহ-অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

সভাপতি: শ্রী সুবল বিশ্বাস, সভাপতি, সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্ত

(দুই দিন ব্যাপী এই মেলায় থাকছে রকমারি পিঠা-পুলির সম্ভার এবং মনোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)

সকলের সাদর আমন্ত্রণ,

ধন্যবাদান্তে

বিনয় মজুমদার

বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক

মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়,সদর

ICA TRIPURA

ICA/D-1678/25

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

খাঁটি মধু চেনার উপায়

মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে জ্বালিয়ে পরখ করে দেখতে পারেন সেটা খাঁটি না ভেজাল।বাজারে নানান ধরনের মধু পাওয়া যায়। আবার রাস্তা-ঘাটেও ফেরি করে বিক্রি করা হয় মধু। এই ভেজালের যুগে মধু খাঁটি কি-না সেটা বোঝার জন্য রয়েছে কিছু কৌশল।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের মধু'র ব্র্যান্ড 'সুইটনেস অফ এথনিক'য়ের প্রতিষ্ঠাতা আয়ুশ সার্দা'র দেওয়া পন্থাগুলো খাঁটি মধু চেনাতে সাহায্য করবে।

* খাঁটি মধু ফ্রিজে রাখা হলে কখনও জমাট বাঁধবে না বা দানা দানাভাব হবে না। ঘন তরল-ভাবটাই থাকবে। তবে ভেজাল মধু ফ্রিজে রাখলে জমে যাবে এবং স্ফটিকের মতো দানাভাব দেখা দিবে। এমনকি মধুর উপরের অংশে সাদা স্তরও দেখা দেবে, যা আসলে চিনি।

* কাঁচা খাঁটি মধুতে সাদা ফেনা বা বুদবুদের মতো দেখা দেবে। এটা খাঁটি মধু চেনার চিহ্ন, এর থেকে বোঝা যায় এই মধুতে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়নি।

* খাঁটি মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে আগুন ধরালে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে। যদি না জ্বলে তবে বুঝতে হবে সেটা ভেজাল মধু।

* ভিনিগারের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সহজেই মধুর মান নির্ণয় করা যায়। ভিনিগার গোলানো পানিতে কয়েক ফোঁটা মধু দিয়ে মেশাতে হবে। যদি মিশ্রণে ফেনা দেখা দেয় তাহলে বুঝতে সেটা ভালো মধু নয়।

* সুন্দরবনের মধু ও পাহাড়ি অঞ্চলের মধুর মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বনাঞ্চলের আর্দ্র পরিবেশের কারণে মধু পাতলা হয়। আর পাহাড়ি এলাকার শুষ্ক ও ঠাণ্ডা পরিবেশের জন্য মধু হয় ঘন। আবহাওয়া মধুর ওপর সবসময় প্রভাব রাখে। সুন্দরবন হচ্ছে 'ম্যানগ্রোভ' বা শ্বাসমূলীয় বন। এই বনের বেশিরভাগ গাছের মূল পানির মধ্যে থাকে, আর পরিবেশও আর্দ্র। তাই মনে রাখতে হবে খাঁটি সুন্দরবনের মধু সবসময় হবে পাতলা তরল।

নারকেল বা সুপারি বাগানে সহজেই গোলমরিচ চাষ করে লাভবান হতে পারেন

গোলমরিচ একটি অর্থকরী দেশীয় মশলা ফসল। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে নারকেল ও সুপারি বাগান আছে সেখানে গোলমরিচের চাষ সহজেই করা যায়। এই মশলা ফসলটি সাথী ফসল হিসেবে চাষ করে কৃষকরা আয় বাড়াতে পারেন।

পুষ্টিমূল্য ঃ গোল মরিচে আমিষ, চর্বি এবং প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে।

ভেষজগুণ ঃ হজমে সহায়তা করে, স্নায়ু শক্তি বাড়ায়, দাঁতের ব্যথা কমানোতে সহায়তা করে, মাংসপেশী ও হাড়ের জোড়ায় ব্যথা উপশম করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

ব্যবহার ঃ মশলা হিসেবে গোলমরিচের ব্যবহার রয়েছে।

উপযুক্ত মাটি ও জমি ঃ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় ও আর্দ্রতা বেশি এমন এলাকায় গোলমচির জন্মে। এ ফসল ১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। পি এইচ ৪.৫-৬.০ পর্যন্ত এ ফসল ফলানো যায়। পাহাড়ি এলাকার মাটি এই ফসল চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

জাত পরিচিতি ঃ স্থানীয় জাত।

চারা তৈরি ঃ গোল মরিচে ৩ ধরনের লতা/কান্ড দেখা যায়- প্রধান কান্ড যার পর্বমধ্য বড় রানার ডগা (সুট) ও ফল ধারণকারী পার্শ্বীয় শাখা। রানার ডগা হতে কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। শীর্ষ ডগাও ব্যবহার করা যায়।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ২-৩টি পর্বসন্ধি (গিট)যুক্ত কান্ড কাটিং হিসেবে নার্সারিতে বা পলি ব্যাগে লাগানো হয়। পলি ব্যাগ উর্বর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। কাটিং-এ ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হয় ও প্রয়োজনে সেচ দিতে হয়। মে-জুন মাসে কাটিং লাগানোর উপযোগী হয়।

চারা লাগানো ঃ গোল মরিচ ঠেস গাছের ছায়ায় লাগাতে হয়। ঠেস গাছ আগে থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে লাগিয়ে গোল মরিচের কাটিং লাগানো হয়। ২-৩টি কাটিং এক গর্তে লাগানো হয়। ঠেস গাছ হিসেবে সুপারী গাছ ব্যবহার করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে নারকেল ও সুপারি গাছে গোলমরিচ গাছ তুলে দিলে বিঘাপ্রতি বাগিচায় ২০০০-৩০০০ টাকা বেশি রোজগারের সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে নারকেল/সুপারির একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি গোলমরিচের লতা বাড়তে দিতে হবে যাতে পরিচর্যার সুবিধা হয় আর এরকমভাবে চাষে সুপারি/নারকেলের সারেই মরিচেরও সার ব্যবস্থা চলবে, অনেকটাই প্রয়োজনে মরিচের গোঁড়ায় আলাদাভাবে বা গাছে জলে গোলা সার দিলেই হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ প্রতি গর্তে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১১০ গ্রাম এস এস পি ও ৪৫০ গ্রাম পটাশ দিতে হবে। তবে এ পরিমাণ সার তৃতীয় বছর হতে দিতে হবে। এ পরিমাণের ১/৩ ভাগ ১ম বছর এবং ২/৩ ভাগ দ্বিতীয় বছরে দিতে হবে। সার সাধারণতঃ বছরে দু'বার দিতে হয়। একবার মে-জুন মাসে ও পরের বার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দিতে হয়। এছাড়া প্রতি বছর প্রতি গর্তে মে-জুন মাসে ১০ কেজি পচা গোবর ও প্রতি ১ বছর অন্তর অন্তর প্রতি গর্তে ৬০০ গ্রাম চুন দিতে হবে।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দেখা দিলে পরিষ্কার করতে হবে ও মাটির রসের অভাব হলে জল সেচ দিতে হবে। ডগা বাড়তে থাকলে ঠেস গাছের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে।

ওজন কমানোর কৌশল

খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও শরীরচর্চা করেই ওজন কমাতে হয়। তবে কিছু সহজ কৌশল রয়েছে যা ওজন কমানো প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে দ্রুত ওজন কমানোতে সহায়ক সহজ কয়েকটি কৌশল সম্পর্কে জানানো হল।

খাওয়ার আগে চুইংগাম খাওয়া: ইউনিভার্সিটি অব রোড আইল্যান্ড'য়ের করা গবেষণা অনুযায়ী, খাওয়ার আগে চুইংগাম চাবানো কম ক্যালরি গ্রহণে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, সকালে এক ঘণ্টা চুইংগাম চাবানো ক্ষুধা কমায় এবং দুপুরের খাবারে ৬৭ ক্যালরি কম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মিন্ট চুইংগাম বেশি উপকারী। কারণ এর সতেজকারী ঘ্রাণ ক্ষুধা কমাতে সহায়তা করে।

বড় এক গ্লাস পানি পান: নিজেকে আর্দ্র রাখা সবার জন্যই জরুরি। বিশেষত যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন। পানি পান আবেগের বশবর্তী হয়ে বেশি খাওয়ার ঝুঁকি কমায়। অনেক সময় তৃষ্ণাভাব ক্ষুধা হিসেবে ভুল সংবেদন দেন। এতে বাড়তি খাবার গ্রহণ ও ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ে।

গ্লাসে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তুলুন। বোতল থেকে পানি পান করলে সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা রাখা যায় না। তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর গ্লাসে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তুলুন। অনলাইনে কেনা কাটা করা: অনলাইনে খাবার কেনাকাটা করা সবচেয়ে ভালো। কারণ অনলাইনে কেনাকাটা করলে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়। অযথা বা শখের বশে অস্বাস্থ্যকর খাবার কেনা থেকে বিরত থাকা যায়। সাধারণত বাজার থেকে জিনিস কিনতে গেলে পুরো দোকান ঘোরা হয় আর প্রয়োজনীয় জিনিসের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

শরীরচর্চার সময় গান শোনা: শরীরচর্চার সময় পছন্দের গান শোনা উদ্দীপনা যোগায় ও গতি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। দা জার্নাল অব 'স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সারসাইজ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী দ্রুত লয়ের, উৎসাহমূলক গান ব্যায়ামে উদ্দীপনা ও গতি বাড়ায়। এছাড়াও এটা দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা করতে ও বাড়তি ক্যালরি কমাতে সাহায্য করে।

খাওয়ার আগে সুপ বা সালাদ খাওয়া: কম ক্যালরি গ্রহণ করার আরেকটি সহজ উপায় হল খাওয়ার আগে ঝোল-ভিত্তিক সুপ বা এক বাটি সালাদ খাওয়া। সুপ ও সালাদ খাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং খাবারের আগে এগুলো খাওয়া ২০ শতাংশ কম ক্যালরি গ্রহণে সহায়তা করে। এছাড়াও, লাল আপেল খাওয়া সার্বিকভাবে কম ক্যালরি গ্রহণে ও ওজন কমাতেও ভূমিকা রাখে।

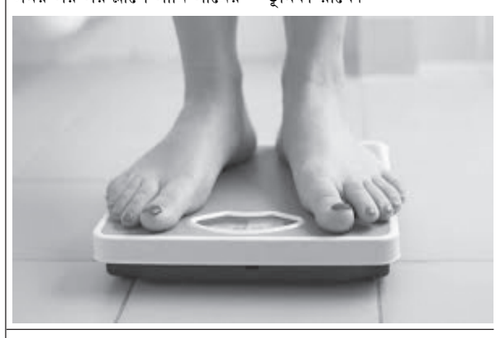

আবেগপ্রবণ হওয়ার উপায়

একজন অনুভূতিসম্পন্ন আবেগপ্রবণ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করাই স্বাভাবিক। আর এই গুণ যাদের রয়েছে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতাও বেশি।

নিজের আবেগ-অনুভূতি দিয়ে কীভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া যায়, সেটাই জানানো হল সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

না বলতে শেখা:—গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় সবাই সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সীমানা পছন্দ করেন। তার মানে এই নয় কঠিন মানুষকে পছন্দ করবে। তবে যারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের সীমার মধ্যে থাকে আর যা চাইবে তাই মেনে নেবে- এরকম করে না, তাদের প্রতি আকর্ষণ কাজ করে।

একজন অনুভূতিপ্রবণ মানুষ সবসময় জানিয়ে দেবে কোনটা তার পছন্দ আর কোনটা নয়। নিজের চাওয়াটা সম্মান করার পাশাপাশি অন্যের চাওয়া পাওয়া ও বিশ্বাসের প্রতিও আস্থা রাখা শিখতে হবে।

নেতিবাচক গল্প এড়ানো:—অন্যের সম্পর্কে কুট কথা শুনতে আমাদের ভালোই লাগে। নিজেরাও এরকম আলাপ করে থাকি। তবে নেতিবাচক আলাপ শুরু আগে ভাবুন তো, যার সঙ্গে এরকম আলাপ করতে যাচ্ছেন সে তো ভাবতেও পারে তার অবর্তমাণে আপনি তাকে নিয়েও এরকম গল্প জুড়তে পারেন অন্যদের সঙ্গে। তাই মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আবেগপ্রবণ মানুষ হতে চাইলে অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক আলাপ শুরু আগে অন্তত দুবার ভাবুন। তাই নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কখনও কুট-কথা বলা ঠিক না। আর কাউকে নিয়ে একান্তই যদি নেতিবাচক আলাপ করতে হয় তবে সেটা যেন অতিরঞ্জিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছোটখাটো বিষয় মনে রাখা:—আপনার সম্পর্কে ছোটখাটো বিষয় যদি কেউ মনে করে বলে, সেটা শুনতে নিশ্চই ভালোলাগে। অন্যদেরও সেরকম ভালোলাগে। একজন আবেগীয় আকর্ষণীয় মানুষ অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কথা বলার সময় অপর ব্যক্তিকে এমন অনুভূতি দেওয়ার চেষ্ট করুন, যাতে তার মনে হয় আপনার পৃথিবী ঘিরে রয়েছে একমাত্র সে। এই গুণ অন্যের কাছে সবসময়ই আকর্ষণীয়।

সময় রক্ষা করা:—যদি দেরি করেন তবে সঙ্গী মনে করতেই পারে, আপনার কাছে তার গুরুত্ব কম। তাই অনুভূতিপ্রবণতায় আকর্ষণ করতে চাইলে সঙ্গীর সময়কে দাম দিন। আর সময়মতো উপস্থিত হন।

ছাড় দেওয়া:—যখন প্রয়োজন তখন সঙ্গী বা বন্ধুদের কাছে পাওয়া সত্যিই দারুণ ব্যাপার। এটাও একটা আবেগীয় গুণ। তবে সম্পর্কে থাকলে সঙ্গীকে অনেক সময় ছাড় দিতে হয়। সেটা তার নিজস্বতার জন্যই। ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্পেস' দেওয়া। আর তার এই 'স্পেস'টাকে সম্মান করতে জানতে হবে।

সঙ্গীকে বুঝতে দিন, যখন তার দরকার হবে আপনি তার পাশে থাকবেন। আবার তাকে এটাও বুঝিয়ে দিন, তার নিজস্ব সময়ে সে যা করে খুশি থাকুক না কেনো, তাতে আপনার সমর্থণ থাকে।

ছাড় দেওয়ার মধ্য দিয়ে অন্যকে দেখানো যায় যে, আপনি নিজেকেও মূল্য দিতে জানেন।

ভালোবাসা দিবসে নিজেকে তৈরি করতে

আর ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটানোর বিশেষ দিনে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে অবশ্যই ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ভালোবাসা দিবসে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

কুসুম গরম পানি দিয়ে দিন শুরু করা: বলা হয়ে থাকে, দিন শুরু করতে হয় সতেজভাব ও শক্তি দিয়ে। ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কুসুম গরম পানি পান করা ভালো অভ্যাস। এটা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দেয় ও পেট পরিষ্কার করে। ফলে ত্বকে উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে।

ভালো গান শোনা: গান নির্বাচন আমাদের মন মেজাজের ওপর নির্ভর করে। তবে বসন্তের এই সুন্দর দিনগুলোতে সুন্দর ও আনন্দঘন গান শোনার চেষ্টা করুন, এতে মেজাজ ফুরফুরে থাকবে।

শরীরচর্চা: নিজেকে সতেজ ও চনমনে রাখতে শরীরচর্চা বা নাচ করতে পারেন। এটা শরীর সতেজ রাখার পাশাপাশি শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। এছাড়াও, হালকা কাজ মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি মানসিক শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে।

মেইকআপ বেইজ তৈরি করা: মেইকআপের বেইজ তৈরি করতে যতটা সম্ভব কম প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। কারণ ভারী মেইকআপ বেশি ফুটে থাকে যা দেখতে ভালো লাগে না। ভেষজ ও শতভাগ প্রাকৃতিক প্রসাধনী ব্যবহার করুন। এগুলো ত্বকে একটা ম্যাটভাব আনে ও চেহারার খুঁত ঢাকতে সাহায্য করে।

চোখের মেইকআপ: চোখের সাজে নাটকীয়ভাব আনা যেতে পারে। চোখের পাপড়ি বড় করে সাজান আর চোখে দৃঢ়ভাব ফুটিয়ে তুলতে আইলাইনার ব্যবহার করুন।

ঠোঁট ও গালে রঙিন আভা:বর্তমান সময়ে এর প্রচলন বেশি যা, দ্রুত ও সহজ উপায়ে ঠোঁট ও গালের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এটা ত্বকে প্রাকৃতিক গোলাপিভাব আনে যা চোখের ওপর শ্যাডো হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। প্রাকৃতিক উপাদানের তৈরি প্রসাধনীতে কোনো কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় না এবং তা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়।

সুন্দর পোশাক পরা: কি পরবেন বুঝে উঠতে না পারলে যে পোশাকে আপনাকে বেশি মানায় তা বেছে নিন। কোনো রকম পরীক্ষামূলক পোশাক না পরে বরং যেটা পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় সেটা পরা ভালো। আর নিজের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে উঁচু জুতা ব্যবহার করতে পারেন। দেখতেও ভালো লাগবে।

খেজুর খাওয়ার প্রভাব

মিষ্টির প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে অনন্য এক খাবার খেজুর। বাজারে বিভিন্ন জাতের খেজুর মেলে। আর শুধু খেজুর যেমন টপাটপ খেতে পারবেন, তেমনি সালাদ, শরবত, ওটমিল ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত খেলে বিপত্তিও আছে।

খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল খেজুরের কিছু উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে।

কমাতে পারে হৃদরোগের ঝুঁকি: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশ সরবরাহ করে খেজুর। শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের যুক্ত হয়ে তা রক্তে মিশে যেতে বাধা দেয় এই আঁশ। একারণে ওই কোলেস্টেরলে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' রক্তনালীর দেয়ালের জমতে পারেনা। এভাবেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে এই ফল।

লড়ে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে: 'ক্যারোটিনয়েড', 'পলিফেনলস' আর 'অ্যান্থোসায়ানিনস' ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খেজুর। খাদ্যাভ্যাসে এই উপাদানগুলোর প্রাচুর্য থাকলে ক্যান্সারসহ আরও অনেক দূরারোগ্য ব্যাধির ঝুঁকি কমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। বিশেষ করে 'কলোরেক্টাল ক্যান্সার'য়ের বিরুদ্ধে খেজুর বিশেষ উপকারী ভূমিকা রাখে বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা। ডায়াবেটিস রুখতে: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশের আছে নানান উপকারিতা। যার মধ্যে একটি হল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

মেটাতে পারে পুষ্টির ঘাটতি: ভোজ্য আঁশ, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি, এই চারটি পুষ্টি উপাদান মানুষ বরাবরই কম গ্রহণ করে, এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের। আর মাত্র চারটি খেজুর থেকে পেতে পারেন ভোজ্য আঁশের দৈনিক চাহিদার ২৭ শতাংশ এবং পটাসিয়ামের দৈনিক চাহিদার ২০ শতাংশ। ফলে প্রতিদিন কয়েকটি খেজুর খাওয়ার মাধ্যমে এমন দুটি পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। যেগুলোর ঘাটতিতে ভোগে পুরো বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ।

বাড়তে পারে ওজন খেজুরের নানান গুণের কথা শুনে যদি সকাল বিকাল খেজুর খাওয়া শুরু করেন তবে বিপদ আসতে খুব বেশি দেরি হবে না। কারণ মাত্র চারটি বা ১০০ গ্রাম খেজুরেই মিলবে প্রায় ২৭৭ ক্যালরি। প্রচণ্ড মিষ্টি এই শুকনো ফল যদি বেশি খেতে থাকেন তবে ওজন যে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পরিমাণ মাথায় রাখতে হবে। ভালো খাবারও অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে তা কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

চুল পড়া কমাতে ছয়টি উপায়

বংশগত সমস্যা ছাড়াও খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের প্রভাব থেকে চুল পড়তে পারে। তাই বেশি চুল পড়লে নিজের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুল পড়া কমানোর কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানান হল। কন্ডিশনার: উন্নত কন্ডিশনার চুলের জন্য উপকারী। এতে থাকে অ্যামিনো অ্যাসিড ক্ষয় পূরণ করে চুলকে মসৃণ করে তোলে।

শ্যাম্পু: চুলের যত্নে মাথার ত্বকের ধরন বোঝা এবং সে অনুযায়ী সঠিক শ্যাম্পু নির্বাচন করা প্রয়োজন। এবং মাথার ত্বকের অবস্থা বুঝে চুল পরিষ্কার রাখা উচিত। মাথার ত্বক যদি শুষ্ক হয় তবে অতিরিক্ত ধোওয়ার কারণে চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে, মাথার ত্বক তৈলাক্ত হলে সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তাছাড়া শ্যাম্পু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে হবে। অতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান সমৃদ্ধ শ্যাম্পু যেমন- সালফেট, প্যারাবেন ও সিলিকন চুলকে রুক্ষ, নির্জীব ও ভঙ্গুর করে ফেলে।

খাদ্যাভ্যাস ও শরীরচর্চা: যত ভালো পণ্যই ব্যবহার করা হোক না কেনো খাদ্যাভ্যাস ঠিক না থাকলে তা কার্যকর হবে না। পাশাপাশি প্রয়োজন শরীরচর্চা। প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও লৌহ ধরনের খাবার প্রতিদিন খাওয়া উচিত। এতে চুলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। শরীরচর্চার ক্ষেত্রে যোগ ব্যায়াম, ধ্যান ও সাধারণ ব্যায়াম চুল পড়া কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার: যেমন- 'স্ট্রেইট' করা, রং করা ইত্যাদি চুলের ক্ষতি করে। এছাড়াও তাপীয় যন্ত্রের ব্যবহার চুলের ক্ষতি করে। বিশেষত, ভেজা চুলে 'ব্লো ড্রায়ার', 'কার্লিং রড' ব্যবহার ঠিক নয়। এগুলো চুলের ভেজাভাব শুষে নেয় ও ভঙ্গুরতা সৃষ্টি করে। যদি কোনো কারণে তাপীয় যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তবে সর্বনিম্ন তাপ প্রয়োগ করতে হবে। এর আগে অবশ্যই সুরক্ষার স্তর তৈরি করার জন্য 'লিভ-ইন কন্ডিশনার' ব্যবহার করা উচিত। আর কাজ শেষে 'প্রোটেক্টিভ স্প্রে' ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত চুল ছাঁটা: চুলের নিচের অংশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিয়মিত চুল ছাঁটা চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। ক্ষতিগ্রস্ত চুল দেখতে রুক্ষ লাগে ও আগা ফাটার সমস্যার দেখা দেয়। তাই চুল ছাঁটা, কেশ সুন্দর রাখতে সহায়ক।

তেল ব্যবহার: মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে তেল ব্যবহারের বিকল্প নেই। আপনার মাথার ত্বকের জন্য মানানসই এরকম তেল দিয়ে সপ্তাহে একবার মালিশ করুন। তেল ব্যবহারের পরে দুই ঘন্টা 'শাওয়ার ক্যাপ' পরে থাকুন। তারপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধরে নিন।

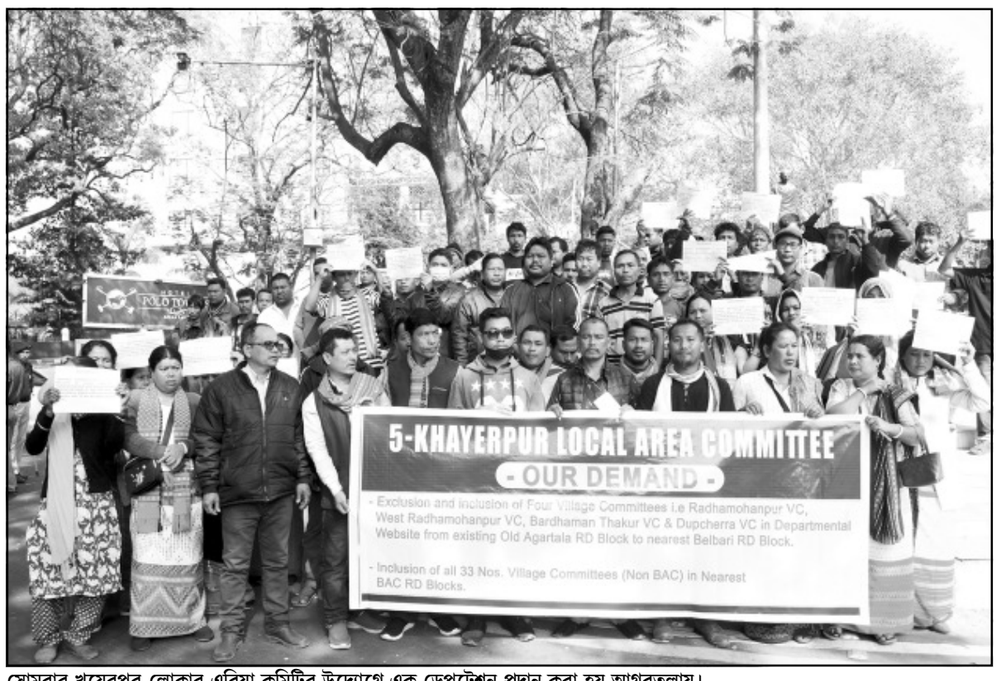

সোমবার খয়েরপুর লোকার এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় আগরতলায়।

মৈপীঠে ধরা পড়া বাঘ ছাড়া হল সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে, ফিরল স্বস্তি

কুলতলি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): সুন্দরবনের আজমলমারির জঙ্গল থেকে মৈপীঠের লোকালয়ে ঢুকে পড়া বাঘটিকে ছেড়ে দেওয়া হল সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে। সুন্দরবনের জাতীয় উদ্যান পশ্চিমের অন্তর্গত ঢুলিভাসানি জঙ্গলে সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ ছেড়ে দেওয়া হয় বাঘটিকে। গতকাল রাতেই মৈপীঠ কোস্টাল থানার অন্তর্গত গঙ্গার ঘাট এলাকা থেকে বাঘটিকে খাঁচা বন্দি করে বন দফতর। বিগত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই মৈপীঠ কোস্টাল থানা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছিল বাঘটি। সেটিকে ধরতে অথবা জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল বনকর্মীদের। এক সপ্তাহে কার্যত তিনবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ে বাঘটি। অবশেষে সেই বাঘটির উপস্থিতি লোকালয়ে রবিবার ফের পান গ্রামবাসীরা। বন দফতর ও বাঘের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে, ম্যানগ্রোভের জঙ্গলকে নাইলন জাল দিয়ে ঘিরে সেখানে খাঁচা পাতে সন্ধ্যায়। রাতেই বাঘটি ধরা দেয় খাঁচায়। বাঘটিকে রাতেই উদ্ধার করা হয়। সেটির শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার এদিন বিকেলেই বাঘটিকে পুনরায় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল বন দফতরের তরফ থেকে।

খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে গুরুতর জখম ১০ বছরের বালক

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার খেলার সময় বোমা ফেটে গুরুতর জখম ১০ বছরের বালক। গুরুতর জখম অবস্থায় সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনা ঘটে মাথাভাঙার হাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

সোমবার সকালে বাড়ির কাছের একটি বাগানে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল চন্দ্রকুমার বর্মন নামে ওই ১০ বছরের বালক। বাগানের মধ্যেই পড়েছিল একটি বোমা। খেলার সময় কোনওভাবে সেটি ফেটে যায়। বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয় চন্দ্রকুমার।

স্থানীয়রা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। ওই বালকের হাত-পায়ে আঘাত লেগেছে বলে খবর। প্রাথমিক অনুমান, খেলার সময় ওই বোমায় বালকের পা পড়ে গিয়েছিল। ঘটনার পরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই বাগানে কীভাবে বোমা এল, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ঝিলম নদী থেকে উদ্ধার পচাগলা দেহ, চাঞ্চল্য

বান্দিপোরা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ঝিলম নদী থেকে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। জানা গেছে, সোমবার ঝিলম নদী থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরার সুম্বলের পুরনো সেতুর কাছে ঝিলম নদী থেকে ওই পচাগলা দেহ উদ্ধার করা হয়। কীভাবে মৃত্যু হলো তার কারণ এখনও জানা যায়নি। নিহতের পরিচয়ও এখনও জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ভারতকে বিকশিত করতে হলে দেশের পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে : নীতিন গড়করি

সোনমার্গ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতকে বিকশিত করতে হলে দেশের পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে। সোমবার সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। তিনি বলেছেন, 'জল, জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ- এই চারটি বিষয়ের উন্নয়ন না হলে শিল্প, পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যাবে না।'

নীতিন গড়করি আরও বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরকে উন্নত ভারতের পাশাপাশি সুখী, সমৃদ্ধ, ও উন্নত করার সংকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা নির্ধারিত মিশন হল, জম্মু ও কাশ্মীরকে সুখী, সমৃদ্ধ করতে এখানে শিল্প এবং ব্যবসায়ীদের আসা উচিত। এই অনুভূতি নিয়ে যে, আমরা এই পরিকাঠামো বিকাশের চেষ্টা করছি।'

মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ওমর আব্দুল্লাহ, জানালেন অসংখ্য ধন্যবাদও

সোনমার্গ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ওমর। সোমবার সোনমার্গ টানেলের শুভ উদ্বোধনের পর ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল কোথাও কোনও অনিয়মের অভিযোগ নেই, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ নেই। এর কৃতিত্ব আপনার (প্রধানমন্ত্রী মোদী), আপনার সহকর্মী এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের।'

ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, 'আমার হৃদয় বলছে, খুব শীঘ্রই আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।এই ঠান্ডায় এখানে আসার জন্য আমি আপনাকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে আপনার অনেক পুরনো সম্পর্ক, আমরা আশা করি আপনি এখানে বারবার আসবেন, আমাদের মধ্যে থাকবেন এবং আমাদের আনন্দে যোগ দেবেন।'

ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শ্রীনগরের অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, আপনি দিল কি দুরি (হৃদয়ের পার্থক্য) এবং দিল্লি কি দুরি (দিল্লি থেকে দূরত্ব) দূর করার জন্য কাজ করছেন এবং আপনার কাজের দ্বারা সত্যই তা প্রমাণিত হয়েছে।'

সাগরে পুণ্য স্নান সেরে স্মৃতিচারণ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): সাগরে পুণ্য স্নান সেরে সোমবার স্মৃতিচারণ করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি লিখেছেন, "আজ গঙ্গা সাগরে পুণ্য স্নান সেরে দীর্ঘদিনের সাথীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। ৯০ এর দশকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজের সূত্রে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তখন এই গঙ্গাসাগর চত্বর, পুরো এলাকা আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরতাম। এখন যত বয়স বাড়ছে মনের মধ্যে স্মৃতিরা ভিড় করে আসে।

আজ আবারও সব স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এখানকার মানুষদের আতিথেয়তা, আন্তরিকতার তুলনা নেই। গাছ থেকে টাটকা মিষ্টি ডাব পেড়ে খাওয়ালেন গ্রামবাসীরা। পুরো গ্রামের মানুষজন এসে আলাপ করে গেলেন আমাদের সঙ্গে। সবার সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা আর সেইসব ফেলে আসা দিনের স্মৃতিচারণ। খুব সুন্দর কাটল সময়টা।"

সরকারি হাসপাতালের নানা ওয়ার্ড থেকে বাতিল হওয়া স্যালাইন বের করা হল

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের নানা ওয়ার্ড থেকে বাতিল হওয়া স্যালাইন বের করে আনার কাজ শুরু হয়। শুধু মহিলা এবং শিশু বিভাগ থেকেই নয়, অন্যান্য ওয়ার্ড থেকেও স্যালাইন বের করে আনার কাজ চলে। হাসপাতালের কর্মীরা জানান, কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এই কাজ করা হচ্ছে।

আরএল স্যালাইনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। অভিযোগ, এই স্যালাইন আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে তারপরও কীভাবে তা ব্যবহার করা হল প্রসূতিদের শরীরে? এই স্যালাইনের 'বিষক্রিয়া' থেকেই প্রসূতিদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যে একটি ১৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তারা মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে তদন্ত করেছে। বেশ কিছু স্যালাইন এবং ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে নমুনার জন্য সংগ্রহও করা হয়।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতিদের নিম্নমানের স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই আবহে রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতর। জানানো হয়েছে, সুরক্ষার কারণে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার স্যালাইন ব্যবহারে আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

আইএমডি-র প্রতিষ্ঠার ১৫০ বছর, মিশন মৌসমের সূচনা মঙ্গলবার

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশকে জলবায়ু স্মার্ট রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মঙ্গলবার মিশন মৌসমের সূচনা করবেন। এর উদ্দেশ্য হলো, অত্যাধুনিক আবহাওয়া নজরদারি প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা, হাই রেজোলিউশন, বায়ু মন্ডলীয় পর্যবেক্ষণ, অত্যাধুনিক রাডার, উপগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু নিরীক্ষণ।

দিল্লিতে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী এর উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে তিনি আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত আইএমডি—ভিশন ২০৪৭ নথিও প্রকাশ করবেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এর মধ্যে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলে মৃত্যু বেড়ে ২৪, পুড়ে ছাই অসংখ্য বাড়ি

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪। প্রায় ৪০ হাজার একর এলাকা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত। পুড়ে গিয়েছে ১২ হাজারেরও বেশি বাড়ি-ঘর। লস অ্যাঞ্জেলেসের দমকল বিভাগের প্রধান জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই দাবানল আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী বলে মনে করা হচ্ছে। এক লক্ষ পাঁচ হাজার বাসিন্দাকে ইতিমধ্যেই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। দূষণ বেড়ে যাওয়ায় লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি এই দাবানলকে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

মহাকুম্ভ মেলা উপলক্ষ্যে রেলভবনে ওয়ার-রুম বা নির্বাহী কক্ষের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব "মহাকুম্ভ ২০২৫"-এর প্রস্তুতির জন্য রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রয়াগরাজ অঞ্চলের নয়টি রেলস্টেশনকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করার জন্য তৈরি করা ওয়ার-রুম বা নির্বাহী কক্ষের উদ্বোধন করলেন। যাত্রীদের জন্য তিনি ২২টি ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজিতে ছাপানো বুকলেটেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। তাছাড়া, তিনি প্রয়াগরাজ স্টেশনে ১২টি ভারতীয় ভাষায় রেল চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের ঘোষণা শুরু করারও সূচনা করেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "মহাকুম্ভ আমাদের সংস্কৃতির এক মহান উৎসব। আমরা প্রয়াগরাজের সঙ্গমে স্নান করতে আসা যাত্রীদের জন্য প্রয়াগরাজ অঞ্চলের নয়টি স্টেশনেই ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিউ"

ভারতীয় রেলওয়ে ব্যাপক নজরদারি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রয়াগরাজের মেলা অঞ্চলের নয়টি স্টেশনে ১,১৮৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছে। এর মধ্যে নতুন করে লাগানো হয়েছে ৭৬৪টি ক্যামেরা, যার ১১৬টিতে আছে ফেসিয়াল রিকগনিশন অর্থাৎ মানুষের মুখ শনাক্তকরার প্রযুক্তি। ক্যামেরার তথ্য পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য একটি পাঁচ স্তরীয় পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে, যেখানে স্টেশনের কন্টোল রুম থেকে সব প্ল্যাটফর্ম এবং চলাচলের এলাকাতে নজরদারি করা হবে। এই কন্টোল রুমগুলো রিয়েল-টাইম মনিটরিং বা তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করবেউ রেলওয়ে বোর্ড পর্যায়ে আছে একটি কেন্দ্রীয় ওয়ার-রুম বা নির্বাহী কক্ষ, যেখানে থাকা শীর্ষ কর্মকর্তারা সর্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবেন।

শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য নিবেদিত কর্মকর্তাদের একটি দল ডিভিশনাল স্তরে সর্বক্ষণ মনিটরিং পরিচালনা করবে, এবং একই ধরনের ব্যবস্থা জোনাল স্তরেও থাকবে। রেলওয়ে বোর্ডে স্থাপিত ওয়ার-রুম বা নির্বাহী কক্ষে অপারেশনস, কমার্শিয়াল, সিগনাল এবং টেলিকমিউনিকেশনস, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বিভাগের কর্মকর্তারা ও কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। তারা মহাকুম্ভের জন্য চলাচলকারী সমস্ত ট্রেন এবং প্রয়াগরাজ অঞ্চলের স্টেশনগুলি মনিটর করবেন। স্টেশনগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যাত্রী সুবিধার সুষ্ঠু পদক্ষেপ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি জানিয়েছেন যে, মহাকুম্ভের সময় জুড়ে ভারতীয় রেলওয়ে ১০,০০০ নিয়মিত ট্রেনের পাশাপাশি ৩,১০০টিরও বেশি বিশেষ ট্রেন চালাবে। এই বিশেষ ট্রেনের সংখ্যা আগের বারের কুম্ভের তুলনায় ৪.৫ গুণ বেশি হবে।

তিনি আরও জানান যে, মহাকুম্ভে উপস্থিত যাত্রীদের সুবিধার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে গঙ্গা সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন করেছে, পাশাপাশি বারাণসী-মাধোসিংহ-প্রয়াগরাজ লাইন এবং ফাফামাউ-জংহাই লাইনও ডাবল করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য দিকনির্দেশক রঙের কোডযুক্ত এলাকা তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দিকের জন্য আলাদা রঙের টিকিট দেওয়া হবে। তিনি ডিজিটাল মহাকুম্ভের জন্য একটি বারকোডযুক্ত ইউটিএস সিস্টেম চালুর কথাও জানান।

যাত্রীদের সুবিধা এবং পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়াগরাজ অঞ্চলের নয়টি রেলওয়ে স্টেশনে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রয়াগরাজ জংশন, নাইনি জংশন, প্রয়াগরাজ ছেওকি, সুবেদারগঞ্জ, প্রয়াগরাজ সঙ্গম, প্রয়াগ জংশন, ফাফামাউ জংশন, প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশন এবং ঝুঁসি স্টেশন। প্রয়াগরাজ অঞ্চলের সমস্ত লেভেল ক্রসিং-গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং ২১টি নতুন আরওবি (রোড ওভার ব্রিজ) এবং আরইউবি (রোড আন্ডার ব্রিজ) নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে রেল চলাচল আরো সহজ ও মসৃণ হয়েছে।

প্রয়াগরাজ জংশনে অসংরক্ষিত আসন শ্রেণির যাত্রীদের জন্য আলাদা প্রবেশদ্বার নির্ধারিত হয়েছে, আর সংরক্ষিত আসন শ্রেণির যাত্রীরা প্রবেশ করবেন গেট নম্বর ৫ দিয়ে। অন্যান্য স্টেশনগুলোতে যাত্রীদের বিভিন্ন দিকের জন্য রঙের কোডযুক্ত হোল্ডিং এরিয়া এবং আলাদা প্রবেশদ্বারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, অসংরক্ষিত আসনের টিকিট পদ্ধতিতে এখন দিকনির্দেশক রঙের কোডযুক্ত টিকিট চালু করা হয়েছে।

নতুন করে সাতটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার ফলে প্রয়াগরাজ অঞ্চলের নয়টি রেলস্টেশনে সর্বমোট প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা বেড়ে ৪৮টি হয়েছে। প্রয়াগরাজ অঞ্চলের সাতটি নতুন স্টেশনে দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছে। সুবেদারগঞ্জ স্টেশনকে প্রয়াগরাজ জংশনের একটি স্যাটেলাইট স্টেশন হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে।

এটি লক্ষ্যণীয় যে, প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা মহাকুম্ভ-২০২৫ তার বিশালতা, পবিত্রতা ও জাঁকজমকের মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করছে। প্রতি ১২ বছরে অনুষ্ঠিত এই প্রয়াগ সঙ্গমের মহাকুম্ভে এবারের পূণ্য স্নানে ৪০ কোটি মানুষের অংশগ্রহণের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের পাশাপাশি আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা এবং মেক্সিকো সহ ১০০টিরও বেশি দেশ থেকে পূণ্যার্থীরা এখানে যোগ দেবেন। মহাকুম্ভ ২০২৫ এর সফল আয়োজন নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলওয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই বছর, প্রধান স্নান তিথির জন্য ছয়টি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে:- *পৌষ পূর্ণিমা: ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫, *মকর সংক্রান্তি: ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫, *মৌনি অমাবস্যা: ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫, *বসন্ত পঞ্চমী: ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, *মাঘ পূর্ণিমা: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, *মহা শিবরাত্রি: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।

২০১৯ সালের কুম্ভমেলায়, মোট যাত্রীদের ৪৫ শতাংশই প্রয়াগরাজ জংশনে পৌঁছেছিলেন। তাই আরও স্টেশন ব্যবহার করার জন্য প্রয়াগরাজ, ফাফামাউ, রামবাগ এবং ঝুঁসি ইয়ার্ডগুলিরও পুনর্সংস্কার করা হয়েছে। প্রয়াগরাজের সব স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত রাস্তাগুলো প্রশস্ত করা হয়েছে। কুম্ভমেলা-২০২৫ এর কথা মাথায় রেখে, ১৭টি নতুন অস্থায়ী যাত্রী-আশ্রয় নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে প্রয়াগরাজ অঞ্চলের মোট রেলওয়ে যাত্রী-আশ্রয়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৮টি। এই আশ্রয়গুলোর ধারণ ক্ষমতা ২১,০০০ থেকে বেড়ে ১১০,০০০-এ পৌঁছেছে।

ভারতীয় রেলওয়ে ১০ লাখেরও বেশি টিকিট প্রতিদিন ইস্যু করার ব্যবস্থা করেছে, যাতে যাত্রীরা টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন। ডিজিটাল কুম্ভের লক্ষ্য অনুযায়ী, বারকোড-ভিত্তিক ইউটিএস সিস্টেমের মাধ্যমে টিকিট করারও সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সমস্ত প্ল্যাটফর্মে প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্টেশনে একটি মেডিক্যাল অবজারভেশন রুমও করা হয়েছে, যেখানে চিকিৎসক এবং মেডিক্যাল স্টাফ ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকবেন।

সুচারু রূপে রেল চলাচল নিশ্চিত করতে ১৩,০০০ এর বেশি কর্মীকে নিযুক্ত করেছে রেলওয়ে। এছাড়া, প্রায় ১০,০০০ সারকারি রেলওয়ে পুলিশও রেলওয়ে স্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকাগুলোতে যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য উপস্থিত থাকবেন। যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য ১,০০০ এরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী এই স্টেশনগুলোতে উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া স্টেশনগুলোর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ১,০০০ এর বেশি পরিচ্ছন্নতা কর্মী দিন-রাত কাজ করবেন।

মহাকুম্ভের গৌরবময় মহিমা প্রদর্শনের জন্য স্টেশনগুলোর দেওয়ালে ২০,০০০ বর্গ মিটার এলাকাজুড়ে কুম্ভের-থিমযুক্ত চিত্রকর্ম আঁকা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে, সমস্ত স্টেশনে নতুন ফুটওভারব্রিজ, টয়লেট, র‍্যাম্প ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে যাত্রীদের বের হওয়ার সুবিধার জন্য সুনির্দিষ্ট রঙের ফুট মার্কার স্থাপন করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে : সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তিনি বলেছেন, বর্তমানে এই অঞ্চল সন্ত্রাসবাদ থেকে পর্যটনের পথে এগিয়ে চলেছে। গত বছর যে সব জঙ্গি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নিহত হয়েছে তাদের ৬০ শতাংশই পাকিস্তানের।

দিল্লিতে সোমবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর বার্ষিক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, দেশের উত্তর সীমান্তে পরিস্থিতি স্পর্শকাতর হলেও স্থিতিশীল। সেনাবাহিনী যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। সীমান্ত এলাকায় একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো নির্মাণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রাধিকার।

সিআইডি জেরার মুখোমুখি ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিং

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভাটপাড়া পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করছে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি। তাতে একাধিকবার তলব করা হয়েছে অর্জুন সিংয়ের পুত্র ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিংকে। এর আগে দুবার তিনি হাজিরা দেননি। সোমবার সিআইডি জেরার মুখোমুখি হলেন তিনি। এদিন সকালে জগদ্দলের মজদুর ভবন থেকে তিনি রওনা দেন। যাওয়ার আগে তৃণমূলের দিকে নিশানা করলেন তিনি। সাংবাদিকদের বলেন 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্টে অর্ডার আছে। শুধু এই মামলায় নয়। ২০টি মামলার সব কটিতেই স্টে অর্ডার আছে। তারপরেও সিআইডির তরফ থেকে আমাকে ডাকা হচ্ছে।" এই ঘটনায় রাজনৈতিক স্বার্থ দেখছেন অর্জুন—পুত্র। এদিন বিজেপি বিধায়ক গোটা বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই ইঙ্গিত করেছেন বরাবরের মতো। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমাকে হেনস্থা করার জন্য বারবার ডাকা হচ্ছে। বাবা যখন তৃণমূলে ছিল, তখন ডাক পড়ত না। এখন বিজেপিতে আছে তাই ডাকা হচ্ছে।'

রাজ্যের অন্তিম জনপদ ও প্রান্তিক মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নই বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য: পরিষদীয় মন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্যের অন্তিম জনপদ ও প্রান্তিক মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নই বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও দিশার প্রতিফলন রয়েছে। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রবাদ ও অন্ত্যোদয় উন্নয়নের সরকার। আজ বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে একথা বলেন পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ।রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, ভারতবর্ষ শান্তির দেশ। বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও দেশ আজও অখন্ড ও অভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। সারা বিশ্বে আর্থিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধ পরিস্থিতির পরও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে চলছে। তিনি বলেন, গত ৭ বছরে রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ পরিলক্ষিত হয়েছে। মাথাপিছু গড় আয় বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ১,৭৭,৭২৩ টাকা। এছাড়াও তিনি জল জীবন মিশন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন যোজনা ও প্রকল্প সহ বিভিন্ন দপ্তরের চলতি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করেন।।জ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, বর্তমান সরকার মহিলা, শিশু, অবহেলিত জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। সরকার মানবসম্পদের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

জমি অবৈধ

● প্রথম পাতার পর

বা করিতে থাকিলে তাকে অনধিকার দখলকারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ ভূমি হইতে সরাসরি উৎখাত হইবে। ঐ ভূমির উপরিস্থ দালান বা অন্য নির্মাণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দারিত সময়ের মধ্যে অপসারিত না হইলে সরকার তা বাজেয়াপ্ত এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী হস্তান্তরিত হইতে পারিবে। কিন্তু এইরুপ দালান বা অন্য নির্মাণ কার্য্যের বাজেয়াপ্তকরণের আদেশের পরিবর্তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক ধবংসের আদেশ দিতে পারবেন।আরও জানানো হয়েছে, দখলকরীর অর্থদন্ডও হইতে পারে এবং অর্থের পরিমান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ জমির বার্ষিকস্থিত মূল্যায়ন স্থিরীকৃত হবে তার অনধিক ছয়গুন হবে এবং এই অর্থরাশি বকেয়া ভূমি রাজস্ব স্বরূপে আদায়যোগ্য হবে। উপরোক্ত লিখিত অর্থদন্ড দিলে অসংগৃহীত শস্যাদির রক্ষন, সংগ্রহ ও অপসারনের অধিকার অন্যধিকার দখলকরী পাবে। এছাড়াও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক প্রেমিসেস (ইভিকসান অফ আনঅথরাইজড অকোপেন্টস) আইন, ১৯৮৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে, যার সাহায্যে সরকারী জমি বে-আইনিভাবে দখলদারদের উচ্ছেদের গুরত্বপূর্ণ সহায়ক। উপরোক্ত ত্রিপুরা পাবলিক প্রেমিসেস (ইভিকসান অফ আনঅথরাইজড অকোপেন্টস) আইন, ১৯৮৩ মোতাবেক সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা হস্তান্তর করা আছে।

জিতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

হাতছাড়া না হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। কারণ এখনো এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত মূল অভিযুক্তদের ধরা হয়নি। তারা অবাধে নিজের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্মরণ

● আটের পাতার পর

অবদানের জন্য তিনি বহু রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৮৮ সালে পদ্মশ্রী, ২০০২ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০২৩ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করে। এছাড়া, তিনি সাতটি গ্র্যামি পুরস্কারের মনোনয়ন থেকে চারটি পুরস্কার অর্জন করেন, যার মধ্যে ২০০৯ সালে "গ্লোবাল ড্রাম প্রজেক্ট" অ্যালবামের জন্য একটি এবং ২০২৪ সালে তিনটি গ্র্যামি পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর প্রয়াণে সঙ্গীত জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা বিধান সভা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তাঁর সঙ্গীত ও উত্তরাধিকার আমাদের হৃদয়ে চিরকাল অমলিন থাকবে।

সীতারাম ইয়েচুরি ঃ ত্রিপুরা বিধানসভা শীতকালীন অধিবেশনে আজ রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির স্মরণে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। এদিন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সহ ত্রিপুরার বিধানসভার সকল সদস্যরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেছেন।

প্রয়াত কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির স্মৃতিচারণে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি গত ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে দিল্লির এইমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শ্বাসযন্ত্রের গুরুতর সংক্রমণের কারণে ১৯শে আগস্ট উনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে সীতারাম ইয়েচুরির বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী সীমা চিশতী, পুত্র দানিশ ও কন্যা আখিলাকে রেখে গেছেন। সীতারাম ইয়েচুরি ইচ্ছানুসারে, চিকিৎসা গবেষণার জন্য তাঁর দেহ এইমস-এ দান করা হয়।

সীতারাম ইয়েচুরির মৃত্যু আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন এক প্রজ্ঞাবান, উদার এবং দক্ষ রাজনীতিবিদ, যিনি তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন।।

১৯৫২ সালের ১২ই আগস্ট চেন্নাই (তৎকালীন মাদ্রাজ)-এ জন্মগ্রহণকারী সীতারাম ইয়েচুরি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি হায়দ্রাবাদের অল সেন্টস হাই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং পরে দিল্লিতে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অর্জন করেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট স্টিফেন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের মধ্য দিয়ে সীতারাম ইয়েচুরি উনার শিক্ষাগত কৃতিত্ব প্রমাণ করেছিলেন।

১৯৭৪ সনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াতে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। এর এক বছর পরেই ১৯৭৫ সনে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৯২ সালে তিনি সিপিআই (এম)-র পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০১৫ সালের ১৯ই এপ্রিল দলের সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে সীতারাম ইয়েচুরি ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথম নির্বাচিত হন এবং টানা দু'টি মেয়াদে, ২০১৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভায় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সীতারাম ইয়েচুরির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারত হারিয়েছে এক অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এক আদর্শবাদী নেতা এবং এক অনুপ্রেরণাদায়ী সংগঠক।

সীতারাম ইয়েচুরির অকাল প্রয়ানে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শ্যামসুন্দর বেনেগাল ঃ ত্রিপুরা বিধানসভা শীতকালীন অধিবেশনে আজ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শ্যামসুন্দর বেনেগালের প্রয়াণে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। এদিন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সহ ত্রিপুরার বিধানসভার সকল সদস্যরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেছেন।

প্রয়াত ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শ্যামসুন্দর বেনেগালের প্রয়াণে স্মৃতিচারণে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শ্যামসুন্দর বেনেগাল গত ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে মুম্বইয়ে ৯০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। শ্যামসুন্দর বেনেগাল কার্যত শ্যাম বেনেগাল হিসাবেই অধিক পরিচিত।

শ্যাম বেনেগাল ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ত্রিমূলঘেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শ্রীধর বি. বেনেগাল ছিলেন একজন আলোকচিত্রী, যার কাছ থেকে শ্যাম বেনেগাল শৈশবে একটি ক্যামেরা উপহার পেয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আগ্রহী হন। তিনি হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সেখানেই হায়দ্রাবাদ ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।কর্মজীবনের শুরুতে তিনি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কপিরাইটার হিসেবে কাজ করেন এবং পরবর্তীতে প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "অঙ্কুর" (১৯৭৪) দিয়ে তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন এবং পরবর্তীতে "নিশান্ত" (১৯৭৫), "মন্থন" (১৯৭৬), "ভূমিকা" (১৯৭৭) প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন। তার চলচ্চিত্রে প্রধানত নারী ও নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে।শ্যাম বেনেগাল তার কর্মজীবনে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। ১৯৭৬ সালে তিনি পদ্মশ্রী এবং ১৯৯১ সালে পদ্মভূষণ সম্মাননা লাভ করেন। তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি সাতবার শ্রেষ্ঠ হিন্দি ভাষার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন।প্রয়াত শ্যাম বেনেগালের পরিবারে স্ত্রী নীরা বেনেগাল এবং কন্যা পিয়া বেনেগাল রয়েছেন। তার প্রয়াণে চলচ্চিত্র জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।ত্রিপুরা বিধানসভা প্রয়াত শ্যাম বেনেগালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করে এবং নীরবতা পালন করেন সদস্যরা।

পর্যটনমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

প্রায় ৯টি হোম স্টে এবং জম্পুইহিলে ৪টি হোম স্টে চালু করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার)-এর আওতাধীন নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম (এনইএসআইডিএস) প্রকল্পে নারিকেলকুঞ্জের আশেপাশে আরও কয়েকটি আইল্যান্ডকে পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, স্বদেশ দর্শন ২.০ প্রকল্পে ঊনকোটি এবং আগরতলার ডেস্টিনেশনগুলিকে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে এই দুটি ডেস্টিনেশনের জন্য প্রায় ১৪০.০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক ৫১ শক্তিপীঠের অবিকল প্রতিরোধ (রেপ্লিকা) স্থাপনের লক্ষ্যে ৯৭.৭০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ইতিমধ্যে ৬৪.৪৮২ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক শৈলেন্দ্র দেবনাথ।

পিঠে পুলি

● আটের পাতার পর

আলপনা দেওয়ার কাজে।উঠোনে নানা রঙ্গের আলপনা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে উঠোন। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার গামাইবাড়ি এলাকার এক বাড়িতে গিয়ে এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল। বাড়ির উঠোনে চালের গুড়ি, সাদামাটি, ও বিভিন্ন রকম রঙ্গের ব্যবহার করে সুন্দর আলপনা দিতে ব্যস্ত।উনারা জানান, আগের দিনের চালের গুড়ি, সাদামাটি ইত্যাদি দিয়ে আলপনা দেওয়া হতো, এবং সেই জিনিস গুলির কদরও ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন রকমের রং ব্যবহার করে আলপনা আঁকা হয়, ফলে চালের গুড়ি, সাদামাটি প্রভৃতি সামগ্রীর কদর নেই। উনার কথায় স্পষ্ট,পূর্বপুরুষদের স্মৃতি আঁ কড়ে ধরে রাখতে আলপনা তারা উঠোনে দিয়ে থাকেন।

সাংসদ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

সহ আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। উত্তরিয়া এবং ফুলের তোড়া দিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সহ মঞ্চে মঞ্চে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথি বর্গদের বরণ করে নেন মেলা কমিটির পক্ষ থেকে। পরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের সম্মান সম্মান প্রদান করেন সংসদ বিপ্লব কুমার দেব। পরে সরকারি বিভিন্ন দলগুলি উদ্বোধন করেন সংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি এই পৌষ সংক্রান্তি মেলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেও উদ্বোধক এর ভাষণে বলেন, সিপিআইএম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিজেপি দল ধর্মীয় রীতিনীতি বিশ্বাস করে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন করে চলেছে। সিপিআইএম আমলে পানীয় জলের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিজেপি সরকারের আমলে রাস্তাঘাটে উন্নয়ন হয়েছে। সারারাতব্যাপী চলবে জাতি উপজাতিদের দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আহত এক

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথের আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে রাজধানীর জিবি হাসপাতালে।

এই মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে গোটা এলাকা জুড়ে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। যেভাবে এই সময়ের মধ্যে উঠতি বয়সের একটা অংশের যুবক যুবতীরা প্রায় সময় বাইক স্কুটি নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে, তা গভীর চিন্তার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনা গ্রস্থ টিআর০১- ডি - ৬০৩০নম্বরের বাইককে হেফাজতে নিয়েছে।

খোয়াই মন্ডল কমিটির উদ্যোগে শহীদ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ জানুয়ারি: আজ থেকে ২৩ বছর আগে, ২০০২ সালের ১৩ই জানুয়ারি ঠিক এমনই দিনে সন্ধ্যাবেলা খোয়াই বিধানসভার অন্তর্গত সিঙ্গীছড়ার দুই নং বাজারে সংঘটিত হয় গণহত্যা। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন যখন গ্রামের ক্রেতা বিক্রেতারা বাজার করছিলেন ঠিক সেই সময় লাটা বাড়ির দিক থেকে এটিটিএফ উগ্রপন্থীরা বাজারে অতর্কিত হামলার সংগঠিত করে। এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে, এতে ১৬ জন মানুষ খুন হয়।

গোটা বাজারের এই বীভৎস চিত্র আজও খোয়াইয়ের মানুষ ভুলতে পারেনি। ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমান শাসক দল প্রতি বৎসর ১৩ই জানুয়ারি শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছে। এবারও ভারতীয় জনতা পার্টি খোয়াই মন্ডল কমিটির উদ্যোগে আজ সকাল ৯ টায় সিঙ্গীছড়া ২ নং বাজারে শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠান করে। এবার প্রথম এখানে শহীদ স্মরণে একটা স্মৃতিসৌধ করা হয়।

১৬ টি মোমবাতি জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি খোয়াই জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস মন্ডল সভাপতি অনুকূল দাস পৌরপিতা দেবাশীষ নাথশর্মা, মন্ডল সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ নাগ সহ-সভাপতি প্রণব বিশ্বাস পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভট্টাচারী বিজেপি নেতৃত্ব পরিমল দেবনাথ, বিজয় কুমার নাথ সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্ব সহ শহীদ পরিবারের লোকজন।

নাট মন্দির সম্প্রসারণের কাজ শেষ হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জানুয়ারি: তিন বছর পর অবশেষে নাট মন্দির সম্প্রসারণ হওয়ায় ভীষণভাবে খুশি চড়িলামের সমস্ত অংশের ধর্মপ্রাণ মানুষগন।

চারদিনের মধ্যে চড়িলাম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন নাট মন্দির সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয় সোমবার দিন। আগামী ১৫ই জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ৬ দিনব্যাপী সার্বজনীন মহানাম যজ্ঞা অনুষ্ঠান চড়িলাম নাট মন্দিরে। কীর্তন শুরুর সময় ভক্তদের ঢল নামে। নাট মন্দির ভর্তি হয়ে যায়, জায়গা হয় না ভক্তদের। উৎসব কমিটির দাবি ছিল নাট মন্দির সম্প্রসারণের জন্য। তিন বছর ধরে এই কাজ হচ্ছিল না। শেষমেষ চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পিডিএফ ফান্ড থেকে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করে ৪ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় নাট মন্দির সম্প্রসারণের কাজ। যদিও এটাকে অফিশিয়াল ভাষায় কমিউনিটি শেড এক্সটেনশান বলা হয়। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস দাসের কাছেও উৎসব কমিটি জানিয়েছিল বিষয়টি। তাপস দাস বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন ব্লকে। এরপরই দ্রুত গতিতে শুরু হয় কাজ এবং শেষ হয়ে যায়।খুশি উৎসব কমিটির কর্মকর্তারা।

সোমবার দিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানিয়েছেন ৬২তম চড়িলাম সার্বজনীন মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান কমিটির সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ হরিমাধব দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

রাজ্যের ভূ-গর্ভস্থ জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বনায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: বনমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যের ভূ-গর্ভস্থ জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বন দপ্তর বনায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির সার্ভের জন্য ড্রোনের সহায়তা নেওয়া হবে। যাতে যেসব স্থানে বনায়নের সুযোগ রয়েছে সেখানে প্রয়োজন অনুসারে বনায়ন করা সম্ভব হয়। আজ বিধানসভায় বিধায়ক শঙ্কুলাল চাকমা আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে একথা জানান বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।বিধানসভায় বনমন্ত্রী জানান, বন দপ্তর রাজ্যে বন আচ্ছাদন রক্ষা এবং বনগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে অবহেলিত এলাকাসমূহের, রাস্তার ধারে, নদীর তীরে, রেলপথের পাশে বৃক্ষরোপণ করছে। তাছাড়া চেকড্যামও তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বন দপ্তর থেকে ৫৬, ১১০ হেক্টর বৃক্ষরোপণ, ১,৮৩৯ কিলোমিটার রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, ১২২৪.৫ কিলোমিটার নদীরে তীরে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১,২৭৭টি চেকড্যাম তৈরি করা হয়েছে। আইএসএফআর-২০২১-এর রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে বাঁশ গাছের এলাকা বেড়ে ৪,২০১ বর্গকিলোমিটার হয়েছে। বনমন্ত্রী আরও জানান, আগামী পাঁচ বছরে প্রতি বছর ৭,৫০০ হেক্

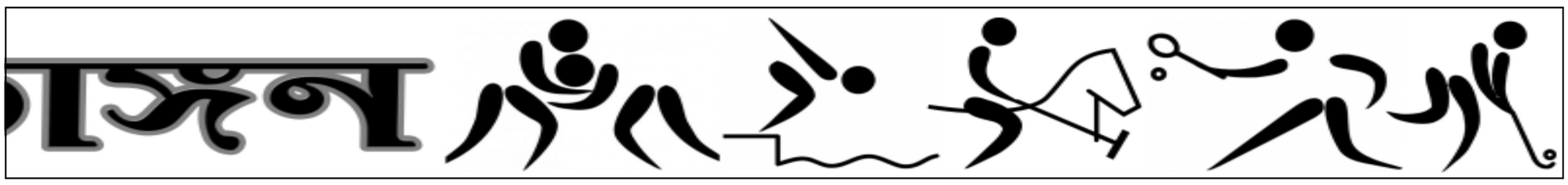

ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসো-র পুনঃঅনুমোদন ও নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্গঠনের সুপারিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এডহক কমিটি যথাযথ রিপোর্ট পেশ করেছেন। পাশাপাশি যথোপযুক্ত বেশ কিছু সুপারিশও করেছেন। রাজ্য ক্রীড়া জগতের জন্য দারুন সুখবরের ইঙ্গিত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ অনুমোদন পুনরায় ফিরে পেতে চলেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এডহক কমিটি সরাসরি একথাটি না বললেও ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অনেকটা এভাবেই সুপারিশ করেছেন। প্রথমত অতি শীঘ্রই ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কে বাতিল করার কথা বলেছেন। অবশ্যই নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্গঠন করতে বলেছেন। আসন্ন ৩৮ তম ন্যাশনাল গেমসে ত্রিপুরা থেকে সঠিক এবং যথাযথ প্রতিনিধি খেলোয়াররা যেন অংশ নিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষব্যাপী রাজ্য এবং জেলাভিত্তিক টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে হবে। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকেশে স্বচ্ছতার বাতাবরণ রাখতে হবে।

সর্বভারতীয় স্পোর্টস ফেডারেশন সমূহ কে ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব বাতিল করতে হবে।

ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি ও তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্দিষ্ট এডহক কমিটি ত্রিপুরার স্পোর্টস স্টেক হোল্ডারদের সামগ্রিক শুনানি পর্ব সম্পন্ন করে, যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেছেন। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত এডহক কমিটির চেয়ারম্যান জন এফ খার্সিং এবং দুজন সদস্য রবার্ট আর রয়েতে ও বামাং তাগো-র স্বাক্ষর সম্বলিত প্রেস কমিউনিক-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন। রাজ্য ক্রীড়ার ইতিহাস উল্লেখ করতে গিয়ে প্রেস বিবৃতিতে লিখেছেন, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ১৯৮২ সালে সোসাইটি রেজিস্ট্রারকৃত রেজিস্টার্ড হলেও তার প্রায় ২০ বছর পর ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কিভাবে অনুমোদন পায় এবং ইন্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশনে প্রবেশ করে নাম নথিভুক্ত করে নিয়েছে। সেটাই জিজ্ঞাসা? ২০০৮ সালের পর কোনও কারনে ইন্ডিয়ান অলিম্পিকে এসোসিয়েশনের সঙ্গে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যোগাযোগ ঘাটতি তৈরি হয়েছিল, ওই সময় শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন লাভ করে নেয়। এখন পুরো বিষয়টা সমাধানের পথে এগোচ্ছে। আশা করা হচ্ছে অনতিবিলম্বে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান অলিম্পিকে এসোসিয়েশনের অনুমোদন পুনরায় ফিরে পাবে। অবশ্যই এই ঘোষণাটা দেবেন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, এডহক কমিটি প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে। অতি শীঘ্রই রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোয় সুস্থ ও স্বাভাবিক মাত্রা তৈরি হবে বলে ক্রীড়া মহলের ধারণা।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এগিয়ে চল-কে হারিয়ে ফাইনালে এ ডি নগর প্লে সেন্টার

এগিয়ে চলো সংঘ - ১০৬/৬ এডি নগর প্লে সেন্টার - ১০৭/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এ নিয়ে দ্বিতীয় বার। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের ফাইনালে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করল এডি নগর প্লে সেন্টার। সোমবার এডি নগর প্লে সেন্টার আট উইকেটে পরাজিত করে এগিয়ে চলো সংঘকে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এডি নগর প্লে সেন্টারকে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেয় দীপ্তনু সরকার। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এ ডি নগরের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে এগিয়ে চলো সংঘ নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান করে। দলের পক্ষে দ্বিগবিজয় মজুমদার ৫৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৪০, অর্ণব দেববর্মা ৪২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং বিপ্র চক্রবর্তী ৪৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২১ রান। এ ডি নগরের পক্ষে অরিত্র রঞ্জন নয় রানে, দীপ সাহা ১৮ রানে এবং সায়ন শীল ২৭ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে ওপেনার দীপ্তনু সরকারের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ২৬.৪ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দীপ্তনু সরকার ৭৯ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রানে এবং অরিত্র রঞ্জন ১১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে এগারো রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে প্রিয়াংশু সরকার ৩২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে কুড়ি এবং আবির ভট্টাচার্য ৩৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে।

প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি জেমাইমার, ওয়ানডেতে ইতিহাস গড়লেন ভারতের মেয়েরা

ক্রিকেটের ইতিহাস নয়া রেকর্ড গড়ল উইমেন ইন ব্লু। ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান তুললেন স্মৃতি মান্ধারা। রবিবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথমবার সেঞ্চুরি হাঁকান জেমাইমা রডরিগেজ। তাঁর ইনিংসে ভর করেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক রান উঠল।

এতদিন পর্যন্ত এক ইনিংস ভারতের মহিলা ব্রিগেডের সর্বোচ্চ রান ছিল ৩৫৮। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই এই রান তুলেছিল ভারতের মহিলা ব্রিগেড। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে চুরমার করলেন জেমাইমারা। রবিবার রাজকোটে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করে ভারত। অধিনায়ক স্মৃতির সঙ্গে ওপেন করতে নামেন প্রতিকা রাওলা। মাত্র ১৯ ওভারে ১৫৬ রান ওঠে তাঁদের ওপেনিং জুটিতে। হাফসেঞ্চুরি হাঁকান দুই ওপেনারই।

তবে খুব তাড়াতাড়ি দুজনের উইকেট হারায় ভারত। তাতে ভারতের রান তোলার গতিও খানিকটা কমে। তবে শেষ ১০ ওভারে ফের সংহারমূর্তি ধারণ করেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ওই সময়ে ১০২ রান ওঠে স্কোরবোর্ডে। প্রথমবার আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি আসে জেমাইমার ব্যাট থেকে। ৯১ বলে ১০২ রান করেন তিনি। ১২টি বাউন্ডারিতে ইনিংস সাজিয়েছেন মিডল অর্ডার ব্যাটার। ক্রিজের অপর প্রান্তে জেমাইমাকে যোগ্য সঙ্গত করেন হরলীন দেওল। ৮৪ বলে ৮৯ রান করেন তিনি। সবমিলিয়ে ৫০ ওভার শেষে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩৭০ রান তোলে ভারত।

গত মাসেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাড়ে তিনশো রানের গণ্ডি পেরিয়েছিল উইমেন ইন ব্লু। তবে এবার নতুন নজির তৈরি হল স্মৃতিদের দাপটে। ৩৭১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে চাপে পড়ে গিয়েছে আয়ারল্যান্ড। ৪০ ওভার শেষে মাত্র ১৮৪ রান তুলতে পেরেছে তারা। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচে জিতে গিয়েছে ভারত। রবিবার জিতলে সিরিজও পকেটে পুরবে উইমেন ইন ব্লু।

নতুন সচিব পেল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, সরকারি ভাবে ঘোষিত জয় শাহের উত্তরসূরির নাম

গত বছরের ডিসেম্বর থেকে আইসিসি-র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন জয় শাহ। তাই বোর্ড সচিব হিসাবে তাঁর ফাঁকা করে যাওয়া জায়গায় এত দিন কাজ চালাচ্ছিলেন দেবজিৎ সইকিয়া। বোর্ডের নতুন সচিব হিসাবে সরকারি ভাবে তাঁর নামই ঘোষণা করা হল। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন প্রভতেজ সিংহ ভাটিয়া।

দু'জনেই বিনা লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। কারণ দু'টি পদে একমাত্র তাঁরাই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। আগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আশিস শেলার। তিনি মহারাষ্ট্র সরকারে মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর বোর্ডের পদ ছেড়ে দেন। সেই জায়গায় এলেন প্রভতেজ।

রবিবার বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচনী আধিকারিক এ কে জ্যোতি জানান, যে হেতু দুই পদেই আর কেউ মনোনয়ন জমা দেননি, তাই দেবজিৎ এবং প্রভতেজকে জয়ী ঘোষণা করা হচ্ছে। দেবজিৎ অসম ক্রিকেট সংস্থা এবং প্রভতেজ ছত্তিশগড় ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এ দিন বোর্ডের প্রাক্তন সচিব জয় শাহকে সম্মানিত করা হয়।

দেবজিৎ অতীতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে চারটি ম্যাচ খেলেছিলেন। উইকেটকিপার ছিলেন তিনি। তবে মাত্র এক বছর ক্রিকেট খেলার পরেই ছেড়ে দেন।

এর পর আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ২৮ বছর বয়সে গৌহাটি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা শুরু করেন।

তার আগে স্পোর্টস কোটায় নর্দার্ন ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েজ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করেছেন। ২০১৬ সালে ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হন। অসম ক্রিকেট সংস্থার সহ-সভাপতি হন। ২০১৯ সালে তিনি সচিব হন।

এ দিন বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল জানিয়েছেন, আগামী ১৮ বা ১৯ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করা হবে। শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করা হয়েছে। এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণাও হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা আয়োজক দেশ পাকিস্তানের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দল ঘোষণা করে দিল আয়োজক দেশ পাকিস্তান। ১৮ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। দলে ফিরেছেন বাদ পড়া দুই ক্রিকেটার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে চোট পাওয়া ক্রিকেটারকে অবশ্য প্রাথমিক দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের দলে চমক ফখর জমান ও ইমাম উল হক। দুই ক্রিকেটারই বেশ কিছু দিন পাকিস্তানের সাদা বলের ক্রিকেটে ব্রাত্য ছিলেন। বাবর আজমের নেতৃত্ব যাওয়ার পরে তাঁর সমর্থনে মুখ খুলে বোর্ডের রোষের মুখে পড়েছিলেন ফখর। তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালে এই ফখরের ব্যাটেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল পাকিস্তান। সেটিই পাকিস্তানের জেতা শেষ আইসিসি ট্রফি। ফখরের অভিজ্ঞতার জন্য নেওয়া হয়েছে তাঁকে। ইমামের অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। নজর ছিল আরও একটি নামের দিকে। সাইম আয়ুব। পাকিস্তানের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে নজর কেড়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে চোট পেয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, আপাতত ছ'সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে তাঁর ঢোকা কঠিন। আপাতত আয়ুবকে বাদ রাখা হয়েছে। যদি তিনি সময়ের মধ্যে সুস্থ হতে পারেন তা হলে ১৫ জনের দলে ঢুকে পড়বেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। বাবর, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হ্যারিস রউফের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি সুফিয়ান মুকিম, কামরান গুলাম, সলমন আলি আঘাদের মতো নতুনদেরও রাখা হয়েছে দলে। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ের মাঠে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান।

হেরে রেফারিকে দুষলেন অস্কার

আইএসএলের ফিরতি ডার্বি হেরে রীতিমতো ক্ষিপ্ত ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো। সৌভিকের লাল কার্ড, পেনাল্টি না পাওয়া, ম্যাচের পর সব নিয়ে সুর চড়ালেন তিনি। অন্যদিকে আক্ষেপ মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনার গলায়। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, দশজনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আরও বেশি গোল করা উচিত ছিল। একই সুর শোনা গেল সবুজ-মেরুন স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেনের গলাতেও।

ম্যাচের দুমিনিটের মধ্যে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়েছেন ম্যাকলারেন। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য পালটা লড়াই করে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে বক্সের মধ্যে হাতে বল লাগে আপুইয়ার। কিন্তু পেনাল্টির নির্দেশ দেননি রেফারি ভেঙ্কটেশ। ৬৪ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে যান সৌভিক। ইস্টবেঙ্গলের প্রত্যাবর্তনের আশা কার্যত ওখানেই শেষ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ম্যাকলারেনের একমাত্র গোলেই জয় পেল মোহনবাগান।

ম্যাচের পর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অস্কার। তিনি বলেন, "প্রতি ম্যাচে একই ঘটনা ঘটছে। আমরা হয় লাল কার্ড দেখে দশজনে খেলছি। নয়তো পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আজও দুটো পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল। তাতেও দল যা খেলেছে, আমার গর্বিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ম্যাচের ফলে আমি হতাশ। তাছাড়া প্রতি ম্যাচে কেউ না কেউ ভুল করছেই। তবু আমি প্লেয়ারদের পাশে আছি।" সেই সঙ্গে তিনি হতাশা প্রকাশ করলেন প্লেয়ার চোট-আঘাত নিয়েও। সুপার সিক্সে ওঠার আশাও আর প্রায় নেই বললেই চলে। অস্কারের বক্তব্য, সেই নিয়ে ভেবে চিন্তা বাড়াতে চান না।

অন্যদিকে লিগ শীর্ষে মোহনবাগান। বেঙ্গালুরুর থেকে আট পয়েন্ট এগিয়ে মোলিনার দল। আরও একটা ক্লিনশিট। কিন্তু ম্যাচের পর সেই উচ্ছ্বাসহীন দেখাল তাঁকে। মোলিনা জানেন কাজ শেষ হয়নি। তাছাড়া দশজনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে আরও গোল করা উচিত ছিল মনে করেন তিনি। ম্যাচের পর মোলিনার বক্তব্য, "আমি খুশি। সকলেই ভালো খেলেছে। তবে আমাদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। একজন প্লেয়ার বেশি থাকার সুবিধা নিয়ে বক্সের মধ্যে আরও নিখুঁত হওয়া দরকার ছিল। আরও গোল করতে হত। কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয়নি। এখনও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের।" কোচের কথার সুর শোনা গেল ম্যাকলারেনের কণ্ঠেও। তাঁর মতে, ৪ গোল মারতে পারত মোহনবাগান।

অবসর নিয়ে ইউ টার্ন! রোহিতের সিদ্ধান্তে অখুশি কোচ গম্ভীর!

সিডনি টেস্টের প্রথম একাদশে রোহিত শর্মার নাম না দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক জীবনের শেষ টেস্টটি খেলে ফেলেছেন। তাঁর অবসরের ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু সকলকে একপ্রকার চমকে দিয়ে রোহিত ঘোষণা করে দেন, তিনি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। শোনা যাচ্ছে, ভারত অধিনায়কের সেই সিদ্ধান্তে নাকি 'অখুশি' কোচ গৌতম গম্ভীর।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনিতে রোহিতের খেলা নিয়ে গম্ভীর কোনওরকম প্রতিশ্রুতি দেননি। তারপরই ভারত অধিনায়ক নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একপ্রকার মনস্থ করে ফেলেছিলেন, যে লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় দিন মতবদল করেন ভারত অধিনায়ক। সম্প্রচারকারী সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সটান বলে দেন, "এখনই কোথাও যাচ্ছি না। বাইরে থেকে কেউ ঠিক করে দেবে না, আমি কতদিন খেলব।"

শেষ বলে শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মূল পর্যায়ে জুয়েলস কোচিং সেন্টার দুর্দান্ত খেলেছে। স্রেফ ন্যূনতম উইকেটে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার এবারও ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ নকআউট মূল পর্ব অর্থাৎ নকআউট পর্যায়ের সেমিফাইনাল ম্যাচ। একেবারে অন্তিম বলে, স্রেফ এক উইকেটের ব্যবধানে শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার এবারও ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুয়েলস কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার অন্তিম বলের মাথায় একমাত্র উইকেট অক্ষত রেখে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অনুরাগ দাস ৫৩ রান এবং অংশুমান দাশ বৈষ্ণব ২৯ রান সংগ্রহ করে দলকে অনেকটা এগিয়ে দিলেও অন্তিম উইকেটের জুটিতে কৌশিক পাল শেষ বলে জয়সূচক রানটি নিয়ে দলকে জয় এনে দেয়। সঙ্গে ঋদ্ধিমান চক্রবর্তীও ছিল অপরাজিত ভূমিকায়। এদিকে জুয়েলস কোচিং সেন্টারের পক্ষে অধিনায়ক অভয় দেব সিংয়ের ৫২ রান এবং রত্নদীপ দত্তের ২৮ রান উল্লেখ করার মতো। চাম্পামুড়ার শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী, অংশুমান দাস বৈষ্ণব, অনুরাগ দাস ও অধিনায়ক রাহুল তামাং প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। তবে জুয়েলসের দেবজিত দাস দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্স করে ১৫ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করলেও দলকে জয় এনে দিতে পারেনি বলে আফসোস রয়ে গেছে। এছাড়া, সিদ্ধার্থ দেবনাথ দুটি এবং অভয় দেব সিং, শুভম গন একটি করে উইকেট পেয়েছিল।

ভারতে জ্যাভলিন থ্রোয়ের বিশ্বমানের আসর, অনুমোদন বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থার

ভারতে শুধু জ্যাভলিন থ্রোয়ের বিশ্বমানের প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছেন নীরজ চোপড়া। তাঁর এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়ালেন ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্সের সভাপতি সেবাস্টিয়ান কো।

নীরজের উদ্যোগে আগামী মে মাসে আয়োজিত হতে চলেছে কন্টিনেন্টাল ট্যুর জ্যাভলিন। বিশ্বের সেরা পুরুষ এবং মহিলা জ্যাভলিন থ্রোয়ারেরা অংশগ্রহণ করবেন এই প্রতিযোগিতায়। ভারতের প্রথম সারির একাধিক জ্যাভলিন থ্রোয়ারও অংশ নেবেন। দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী নীরজ এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা। একটি বেসরকারি সংস্থা এবং সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সাহায্যে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করছেন তিনি। শনিবার এই প্রতিযোগিতাকে অনুমোদন দিয়েছে ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্স।

কো বলেছেন, "বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স এই নতুন ইভেন্টকে আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করছে। ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীরা তাঁদের নায়কদের ঘরের মাটিতে দেখার সুযোগ পাবেন। এই প্রতিযোগিতা গোটা বিশ্বের সামনে প্রমাণ করবে, ভারতও সর্বোচ্চ পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট আয়োজন করতে পারে।'

বিশ্ব সংস্থাকে পাশে পেয়ে উচ্ছ্বসিত নীরজও। বিশ্বের অন্যতম সেরা জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, "দীর্ঘ দিন ধরে ভারতে একটি বিশ্বমানের জ্যাভলিন ইভেন্ট আয়োজনের স্বপ্ন দেখেছি। জেএসডব্লিউ এবং অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে চলেছে। আমি নিশ্চিত, আমার সতীর্থেরা এবং দেশের ক্রীড়াপ্রেমীরা এমন এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন, যা নিয়ে বহু দিন পর্যন্ত আলোচনা চলবে। প্রতিযোগিতা নিয়ে আমি ভীষণ উত্তেজিত। দেখা যাক কতটা বড় মাপের করা যায়।"

শুধু জ্যাভলিন থ্রোয়ের হলেও অ্যাথলেটিক্সের এত বড় মাপের প্রতিযোগিতা আগে কখনও হয়নি ভারতে। নীরজের আশা, সাফল্যের সঙ্গে প্রথম বছরের প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারলে, আগামী দিনে তা ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্সের বার্ষিক ক্যালেন্ডারের স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারে।

আইপিএল শুরু ২১ মার্চ, উদ্বোধন ও ফাইনাল ইডেন গার্ডেনে

এ বছর আইপিএল শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৪ মার্চ। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূচিতে পরিবর্তন এনেছে। পরিবর্তিত সূচিতে এক সপ্তাহ পিছিয়ে আইপিএলের ১৮তম আসর শুরু হবে ২১ মার্চ, ফাইনাল হবে ২৫ মে। গত রাতে বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট—বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো ও ক্রিকবাজ। লাহোর অথবা দুবাইয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল হবে ৯ মার্চ। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শেষ হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে আইপিএল শুরু হলে কিছুটা তাড়াহুড়ো হয়ে যেত বলে মনে হয়েছে টুর্নামেন্টের পরিচালনা পরিষদের। এ কারণে তারা চেয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শেষ ও আইপিএল শুরুর মধ্যে যেন দুই সপ্তাহের কাছাকাছি ব্যবধান থাকে। আইপিএলে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের মাঠে পরবর্তী আসরের উদ্বোধনী ম্যাচ হওয়াকে রীতিই বলা যায়। এবারও সেটির ব্যতিক্রম হচ্ছে না। গত আসরের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মাঠ ইডেন গার্ডেনে হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালও হওয়ার কথা ইডেন গার্ডেনে। গত আসরের রানার্সআপ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মাঠ রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর। এবারের আসরে ম্যাচসংখ্যা বাড়ানোর কথা থাকলেও সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে আইপিএল পরিচালনা পরিষদ। গত তিন বছরের মতো এবারও ম্যাচ হবে ৭৪টি। আইপিএল সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে (পৃষ্ঠপোষক, সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) আলোচনা শেষে এ মাসের শেষ দিকে চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিকে মেয়েদের আইপিএল নামে পরিচিত ডব্লুপিএল শুরুর দিনক্ষণও ঠিক করা হয়েছে। পাঁচ দলের এই আসর চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত। ভেন্যু হিসেবে মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুর সঙ্গে শোনা যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ ও বড়োদরার নাম।

ছয় ম্যাচে পাঁচ শতরান, গড় ৬৬৪! নায়ারের 'নিখুঁত টাইমিং' চাপ বৃদ্ধি করল রোহিতের

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে চেন্নাই টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩০৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন করুণ নায়ার। আলোচনায় উঠে আসা ব্যাটার ধারাবাহিকতার অভাবে ভারতীয় দল থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আবার তিনি উঠে এলেন আলোচনায়। বিজয় হজারে ট্রফিতে তাঁর নজির গড়া পারফরম্যান্স উপেক্ষা করা কঠিন হবে জাতীয় নির্বাচকদের পক্ষে।

৩৩ বছরের ব্যাটার এ বারের বিজয় হজারে ট্রফিতে (৫০ ওভারের ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা) পাঁচটি শতরানের ইনিংস খেলেছেন। গত মরসুমে নারায়ণ জগদীশনও পাঁচটি শতরান করেছিলেন। বিজয় হজারে ট্রফির এক মরসুমে সব চেয়ে বেশি শতরানের নজির এখন যুগ্ম ভাবে জগদীশন এবং নায়ারের দখলে। শেষ ছ'টি ম্যাচে নায়ারের রান যথাক্রমে অপরাজিত ১১২, অপরাজিত ৪৪, অপরাজিত ১৬৩, অপরাজিত ১১১, ১১২ এবং অপরাজিত ১২২। সব মিলিয়ে সাতটি ম্যাচে তাঁর রান ৬৬৪, গড়ও ৬৬৪। মিজোরামের বিরুদ্ধে ব্যাট করেননি তিনি। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও হবে এক দিনের ক্রিকেট ফরম্যাটে। স্বভাবতই ভারতীয় দলে নায়ারের নাম থাকতে পারে।

ভারতের হয়ে ছ'টি টেস্ট এবং দু'টি এক দিনের ম্যাচ খেলা নায়ার এক সময় কর্নাটক দল থেকেও ছিটকে গিয়েছিলেন টানা ব্যর্থতার জেরে। পরে বিদর্ভের কর্তারা তাঁকে সুযোগ দিয়েছিলেন। নতুন দলের হয়ে নিয়মিত পারফর্ম করে দলে জায়গা পাকা করেছেন। এখন তিনিই বিদর্ভের অধিনায়ক।

ভারতের হয়ে খেলার পরও একটা সময় ক্রিকেটজীবন এক রকম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল নায়ারের। তা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "একটা সময় ছ'সাত মাস কোনও ক্রিকেট খেলিনি। শুধু নেটে অনুশীলন করার জন্য প্রতি দিন তিন ঘণ্টার রাস্তা যেতাম। আর কোনও উপায় ছিল না। বিশেষ কোনও ধরনের ক্রিকেট নিয়ে ভাবার মতো পরিস্থিতিও ছিল না। কঠোর পরিশ্রম করতাম। কর্নাটক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দলটার সঙ্গে আমার একটা আবেগের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সামনে তাকানো ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে প্রায় দু'মাস সময় লেগেছিল।" তিনি আরও বলেন, "সেই সময় নিজেকে তৈরি করছিলাম। সুযোগ পেলে ঠিক ভাবে কাজে লাগানোই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। দল থেকে বাদ পড়ার জন্য কোনও অজুহাত দিতে চাই না। আমাকে ধারাবাহিক ভাবে রান করতে হত। ফর্মে ফেরার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতাম।"

নায়ার এখন সেই পরিশ্রমের ফল পাচ্ছেন, যা তাঁকে আবার ভারতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। শেষ ছ'ম্যাচে পাঁচটি শতরান করা ব্যাটারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা পাওয়া নির্ভর করবে অজিত আগরকরদের উপর। নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পর নায়ার আশাবাদী। তিনি বলেছেন, "আমরা ক্রিকেট খেলি দেশের প্রতি

খুব শীঘ্রই দুটি জাতীয় সড়কের জন্য ডিপিআর পাঠাবে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ ঘোষণা দিয়েছেন যে রাজ্য সরকার খুব সহসাই দুটি জাতীয় সড়কের ডিটেইলস প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করবে, যা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

সোমবার ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেসময় তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক নীতিগতভাবে চারটি জাতীয় সড়কের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। কারণ এই সমস্ত সড়ক আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসকল সড়কগুলির মধ্যে রয়েছে - কমলপুর থেকে শান্তিরবাজার, যার দৈর্ঘ্য ১৪৮ কিলোমিটার, চম্পকনগর থেকে উদয়পুর, যার দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার, অমরপুর থেকে উদয়পুর, যার দৈর্ঘ্য ২৪ কিলোমিটার এবং শান্তিরবাজার থেকে বিলোনিয়া, যার দৈর্ঘ্য ১৭.২৫ কিলোমিটার। আর রাজ্য সরকারের কাছে এই চারটি সড়কই গুরুত্বপূর্ণ।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, যখনই আমরা দিল্লিতে বৈঠকে যোগদান করতে যাই তখনই আমরা এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুটি সড়কের ডিপিআর পাঠাতে বলেছে। কমলপুর থেকে শান্তিরবাজার পর্যন্ত ১৪৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কের জন্য ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে এবং অমরপুর থেকে উদয়পুর পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়কের জন্য ডিপিআর তৈরি শীঘ্রই শেষ হবে। এরপরই আমরা সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করবো। আমি আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার এসকল সড়কের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেবে। আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার একে একে সবকিছু দিচ্ছে। আগামী দিনে একই ধারা অব্যাহত থাকবে।

চুরি যাওয়া চেইন উদ্ধার, ধৃত ছিনতাইকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: চুরি যাওয়া দেড় লক্ষাধিক টাকার চেইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ উদ্ধারকৃত গলার চেইন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস বলেন, গত ১০ নভেম্বর কামান চৌমুহনী মধ্য পাড়া থেকে শংকরী সেন বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। তার পেছন থেকে টমটমে করে একটি যুবক গলা থেকে সোনার চেইন জোরপূর্বক নিয়ে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে ওই মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিলেন। ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে ছিনতাইকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। তদন্তে নেমে সাধুটিলার বাসিন্দা দেবব্রত দাস নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এদিন তিনি আরও বলেন, চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কারের বাজারমূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা হবে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিধানসভার টুকিটাকি

অনুপ্রবেশ ঃ গত ৩ বছরে ২৮১৫ জন বাংলাদেশী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: অনুপ্রবেশের দায়ে গত তিন বছরে ২৮১৫ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৪৬ জন বাংলাদেশীকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার দ্বিতীয় দিনে তিপরা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং সিপিএম বিধায়ক নয়ন সরকারের তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই তথ্য দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন, অনুপ্রবেশের দায়ী গত তিন বছরে অর্থাৎ ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২৮১৫ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৪৬ জন বাংলাদেশীকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে।এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, গ্রেফতারকৃত অবশিষ্ট বাংলাদেশী নাগরিক রয়েছেন মোট ১০৬৯ জন। এরমধ্যে জেল হেফাজতে ৪৭৪ জন, অস্থায়ী ডিটেশান কেন্দ্রে ০৮ জন, আশ্রয় ঘরে ০২ জন এবং আদালত কর্তৃক জামিনে মুক্তি পেয়েছে ৫৮৫ জন।

কদমতলা ঃ ৮ জন দুষ্কৃতিকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: কদমতলায় বিক্ষিপ্ত ঘটনায় মোট ৮ জন দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় মোট সাতটি বাড়ি, ২১৬টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ষাট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত তেত্রিশ টাকা। আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার দ্বিতীয় দিনে সিপিএম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাবে এমনটাই তথ্য দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী তথ্য জানিয়েছেন, ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা এলাকায় গত ৬ ও ৭ অক্টোবর এক বিক্ষিপ্ত ঘটনায় মোট চারটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ওই ঘটনায় মোট ৮ জন দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও তথ্য দিয়েছেন, ওই ঘটনায় মোট সাতটি বাড়ি, ২১৬টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ষাট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত তেত্রিশ টাকা। আরও জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত নিহত ও আহতদের সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে।

রতন টাটা, জাকির হোসেন ইয়েচুরি, শ্যাম বেনেগালকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: ত্রিপুরা বিধানসভা শীতকালীন অধিবেশনে আজ বিশিষ্ট শিল্পপতি, মানবদরদী ও মহান সমাজসেবক রতন টাটার স্মরণে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। এদিন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সহ ত্রিপুরার বিধানসভার সকল সদস্যরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেছেন।

প্রয়াত বিশিষ্ট শিল্পপতি, মানবদরদী ও মহান সমাজসেবক রতন টাটার স্মৃতিচারণে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, বিশিষ্ট শিল্পপতি, মানবদরদী ও মহান সমাজসেবক শ্রদ্ধেয় রতন টাটা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৯ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

রতন টাটার আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শুধু একজন সফল শিল্পপতিকেই হারাইনি, বরং হারিয়েছি এক মহান মানবতাবাদীকে, যিনি মানবিকতা, উদারতা ও নেতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন।১৯৩৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণকারী রতন টাটা "টাটা গ্রুপের" অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে টাটা গ্রুপ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে এবং ইস্পাত, মোটরগাড়ি, তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়।

রতন টাটার দূরদর্শিতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারা শুধু টাটা গ্রুপকেই নয়, ভারতীয় অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করেছে।

রতন টাটা শুধুমাত্র একজন সফল শিল্পপতিই নন, তিনি এক মহান মানবপ্রেমীও ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বত্র প্রশংসিত। অসংখ্য মানুষ তাঁর দানশীলতা ও সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে নতুন জীবনের আলো দেখেছেন। প্রাণীদের প্রতি বিশেষ করে সারমেয়র প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রতন টাটার অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ২০০৮ সালে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত করে। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন মহান দাতা, উদার শিল্পপতি এবং মানবতাবাদীকে হারাল, যা অপূরণীয় ক্ষতি। ত্রিপুরা বিধানসভা প্রয়াত রতন টাটার শোকসন্তপ্ত পরিবার, সহকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

ওস্তাদ জাকির হুসেন ঃ ত্রিপুরা বিধানসভা শীতকালীন অধিবেশনে আজ ওস্তাদ জাকির হুসেনের স্মরণে স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। এদিন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সহ ত্রিপুরার বিধানসভার সকল সদস্যরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেছেন।

প্রয়াত ওস্তাদ জাকির হুসেনের স্মৃতিচারণে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, প্রখ্যাত তবলা বাদক ওস্তাদ জাকির হুসেন গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালের ৯ মার্চ মুম্বইয়ের মাহিমে জন্মগ্রহণ করেন জাকির হুসেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত তবলা বাদক ওস্তাদ আল্লা রাখা। শৈশব থেকেই তবলার প্রতি গভীর আগ্রহ ও প্রতিভা প্রদর্শন করেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়স থেকে তবলা শেখা শুরু করেন এবং সাত বছর বয়সে প্রথম একক মঞ্চে পরিবেশনা করেন।

তাঁর কর্মজীবন ছিল সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, জ্যাজ এবং বিশ্ব সঙ্গীতের মেলবন্ধনে তবলা বাদক হিসাবে তিনি অসামন্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে তিনি ছিলেন তবলার সম্রাট। তবলায় তাঁর বিরল সুরের জাদু শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে এবং ভারতীয় সঙ্গীতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ্বশ্রেষ্ঠ তবলা বাদক হিসাবে তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও সঙ্গীত জগতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যটন এখন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে চিহ্নিত: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: পর্যটন এখন আর নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়। পর্যটন এখন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে চিহ্নিত। যে কোনও দেশ বা রাজ্যের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পর্যটন পরিকল্পনা। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের রাজ্যেও পর্যটনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়ের আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উত্তরে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি ছিলো "পর্যটকদের ত্রিপুরা রাজ্যে আরও বেশি আকর্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে"।

বিধানসভায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আগামীদিনে ভারতবর্ষের পর্যটন মানচিত্রে ত্রিপুরা এক অনন্য স্থান অর্জন করতে সক্ষম হবে। রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে গত পাঁচ বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। রাজ্যে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৫১ পীঠের এক পীঠ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, নীরমহল, ডম্বুর ও ছবিমুড়াকে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের পর্যটনস্থলগুলিতে অবস্থিত জলাশয়গুলিতে ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যে ৫০টি বোট এবং দুটি আধুনিক বাস ক্রয় করা হয়েছে। আধুনিক পর্যটনের সমস্ত ব্যবস্থা ত্রিপুরায় রয়েছে।

বিধানসভায় পর্যটনমন্ত্রী জানান, স্বদেশ দর্শন ১.০ প্রকল্পের মাধ্যমে আগরতলা, সিপাহীজলা, মেলাঘর, উদয়পুর, অমরপুর, মন্দিরঘাট, তীর্থমুখ, নারিকেলকুঞ্জ, ডম্বুর, আমবাসা, নীরমহল এবং বড়মুড়া ইত্যাদি পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরকে একটি আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পর্যটন মন্ত্রক কর্তৃক প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৭.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো বিকাশের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ছবিমুড়া, কৈলাসহরের সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির এবং কসবা কালী মন্দির চত্বরের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিধানসভায় পর্যটনমন্ত্রী জানান, রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আগামীদিনে জেলাভিত্তিক প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে হোম স্টে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডম্বুরের নারিকেলকুঞ্জের পার্শবর্তী এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাংকে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ জানুয়ারি : সংক্রান্তির আগের দিনেও গ্রাহক হয়রানিতে ভুগলো কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাংকের সমস্ত গ্রাহকরা। সংক্রান্তি উপলক্ষে যারা প্রয়োজন মাফিক টাকা তুলতে এসেছিলেন তারা কেও টাকা পেলেন না। ব্যাংক এর বক্তব্য হলো ইন্টারনেটের গোলযোগে তাদের সিস্টেম চালু করা যায়নি। তাই গ্রাহকদের প্রয়োজন মতো টাকা দেওয়া যায়নি।

খবর নিয়ে জানা গেছে কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাংক ভারত সঞ্চার লিমিটেডের নেট ব্যবহার করে। এখন দোষ কার সেই কারণ খুঁজতে গেলে বালুর মধ্যে সুচ খুঁজতে হবে। তবে এটা বাস্তব যে দুই দিন পর পর গ্রাহক হয়রানি হয় কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাংকে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কোন শাখা কল্যাণপুরে না থাকায় সকলকে হয়রানির শিকার হতে হয়। এমন কি বিভিন্ন শ্রমিককে পর্যন্ত নির্ভর করতে হয় গ্রামীণ ব্যাংকের উপর। সোমবার দুপুরে দেখা গেল একজন গ্রাহক মেয়ে বিয়ের জন্য টাকা তুলবেন কিন্তু তুলতে পারেননি। তিনি খালি হাতে বাড়ি ফিরেন। এমনকি রেশন ডিলাররা লেনদেন করতে পারছেন না দিনভর নেট না থাকার কারণে। কল্যাণপুর গ্রামীণ ব্যাংকে গ্রাহক আছেন প্রায় ২৬ হাজার। এদের পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে রীতিমতো ছিনিমিনি খেলছে ব্যাংক কতৃপক্ষ। ব্যাংকের ইন্টারনেট কবে ঠিক হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে গ্রাহকদের মধ্যে। সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মানুষ বসে থাকেন যার যার প্রয়োজনে টাকা নেবার জন্য। কিন্তু ব্যাংকের নেট আসেনি।

আগুনে পুড়িয়ে হত্যা গৃহবধূকে থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে শিক্ষিকা গৃহবধূকে। থানায় মামলা করা হলেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের তালবাহানা করছে। এমনই অভিযোগ মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যদের। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হৈমন্তী সিংহ বর্মন নামে এক শিক্ষিকার গত ২০ ডিসেম্বর জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। তার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। হৈমন্তী সিংহ জিবিপি হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় নিজেই জানিয়েছিলেন তার স্বামী মৃণাল কান্তি বর্মন, পেশায় শিক্ষক তাঁর গায়ে আগুন দিয়েছে। তার শাশুড়ি উষারানী বর্মন, ভাসুর মানষ বর্মন এবং তার স্ত্রী ঝুমা বর্মন তার স্বামীকে এই কাজে সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছিল হৈমন্তী সিংহ বর্মন। পরবর্তী সময়ে গৃহবধূর মৃত্যু হয়।এরই পরিপ্রেক্ষিতে মেলাঘর থানায় গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ মামলা করা হয়। এই মামলার মূল অভিযুক্ত স্বামী মৃণাল কান্তি বর্মন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি এই হত্যাকাণ্ডে। মেলাপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে তালবাহানা করছে। এমনটাই অভিযোগ মৃতার বোনের। অভিযুক্তরা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে দাবি তাদের।

এদিকে মেলাঘর থানার ওসি দেবাশীষ সাহা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত পলাতক বলেই দাবি পুলিশের। অভিযুক্ত ঘটনার পর থেকেই বাড়িছাড়া বলে দাবি পুলিশের। তিনি আরো জানান, এই হত্যার কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ তৎপর রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হবে বলে দাবি মেলাঘর থানার পুলিশের।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে সপ্তদিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারী : কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে সাত দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় যুব সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হবে। সপ্ত দিনব্যাপী এই যুব সপ্তাহের অঙ্গ হিসেবে বিগত ১২/০১/২০২৫ তারিখে রাষ্ট্রীয় যুব দিবস প্রতিপালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আগরতলায় বিবেক নগরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের প্রবন্ধক স্বামী ভক্তি সুধানন্দ মহারাজ মহোদয়। তিনি তার ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায়, নীতি, আদর্শকে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, সমাজবিদ এবং যুব আইকন স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ, জাতি এবং পরিবেশে চিরন্তন শক্তিশালী ইতিবাচক ছাপ রেখেছেন; যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করবে, অনুপ্রাণিত করবে, সক্ষম করবে এবং সনাতন ধর্মের মৌলিক ভিত্তিকে গ্রহণ ও লালন করবে। এই অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষতা করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের মাননীয় নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র। শাশ্বত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৌদ্ধদর্শন বিদ্যাশাখার অধ্যক্ষ প্রফেসর অবধেস কুমার চৌবে। তাছাড়া বিশেষ অতিথি রূপে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাশাস্ত্র বিদ্যাশাখার অধ্যক্ষ প্রফেসর বুলুসু পদ্মামিত্র শ্রীনিবাস। উক্ত অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ধর্মশাস্ত্র বিদ্যাশাখার অধ্যক্ষ ড. মনোজ কুমার সাহু মহোদয় এবং অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ধর্মশাস্ত্র বিভাগের সহায়ক আচার্য্য ড. সৌম্যজ্যোতি সাহা মহোদয়। রাষ্ট্রগানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়।

পিঠে পুলি উৎসবে মাতবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জানুয়ারি: বাঙ্গালির সংস্কৃতিতে পৌষ পার্বণ এক অন্যতম আকর্ষণ। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি মানেই হিন্দু বাঙ্গালীদের চিরাচরিত বিশেষ উৎসব। বলা চলে, বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে একটি অন্যতম পার্বণ এই মকর সংক্রান্তি উৎসব। পৌষ মাসের অন্তিম দিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে গ্রামবাংলায় চলতি ভাষায় অনেকেই উৎসবটিকে পৌষপার্বণ নামেও অভিহিত করে থাকে।

যান্ত্রিক ব্যবস্থার যুগে আমরা সভ্যতাকে যতই এগিয়ে নিয়ে যাই না কেন,বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমরা যতই উপরে উঠি না কেন তারপরেও চিরাচরিত সংস্কৃতি আমাদের পিছু টানছে। আর চিরাচরিত সংস্কৃতি আমাদের পিছু টানলেও হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো দিনের সেই রীতি-রেওয়াজগুলো। সেই আগের মত পৌষপার্বণের আনন্দ আজ আর যেন নেই। তারপরেও গ্রামাঞ্চলে এখনো কিছু তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার গামাইবাড়ি এলাকা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় পৌষ সংক্রান্তির এক-দুই(১-২)দিন আগে থেকেই গ্রামের গৃহিণী থেকে শুরু করে গ্রামের প্রবীণ বৃদ্ধারা ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলাছড়া এডিসি ভিলেজের গভীর নলকূপ খনন পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ সকালে ধলাই জেলার কমলাছড়া এডিসি ভিলেজে জল জীবন মিশনে গভীর নলকূপ খনন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপালের সাথে ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু বাহিদ এ, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব মজুমদার এবং দপ্তরের জেলাস্তরের প্রকৌশলীগণ।

প্রকল্পটি পরিদর্শনের সময় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় পানীয়জল সরবরাহে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় মানুষের কাছে পরিস্তুত পানীয়জল পৌঁছে দিতে গভীর নলকূপ খনন করা হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল ভূ-গর্ভস্থ পানীয়জল প্রকল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রকল্প খরার মরশুমেও খুবই উপকারী।

রেগার মজুরি প্রদানের দাবীতে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ জানুয়ারি: পৌষ সংক্রান্তির প্রাক মূহুর্তে কৃষ্ণপুর বিধানসভায় রেগার মজুরি দাবী করে মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ভিডিওর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হল। রেগা শ্রমিক মজুরি পাওয়ার জন্য মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিডিওর নিকট ডেপুটেশন দিল এলাকার জনগন। মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে চলমান কাজের জন্য শ্রমিক মজুরি পাওয়ার অনুরোধ করে দেওয়া হয় এই ডেপুটেশন। শ্রমিকরা তাদের কাজ শেষ করেছে। কিন্তু তাদের মজুরি পরিশোধ বাকি রয়েছে।শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য মজুরি নিশ্চিত করতে এবং রেগা প্রকল্পের সুষ্ঠু কার্য্যকারিতা বজায় রাখার জন্য এই তহবিলের অর্থ সময়মত বিতরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু সময়মত মজুরি দেওয়া হয়নি। রাত পোহালে পৌষ সংক্রান্তি। এই অবস্থায় এলাকার মানুষের হাতে নেই টাকা। সংক্রান্তির সময় হাতে টাকা না থাকায় চিন্তায় রয়েছে সাধারণ মানুষ।এই দিকটি বিবেচনা করে এলাকার কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সোমবার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিডিও দিপতনু দেববর্মার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।